মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

Postal Registration No. Kol RMS/474/2019-21
Published on 3rd August, 2021

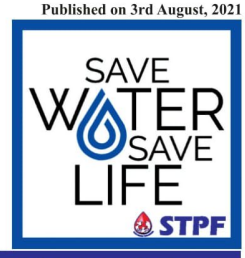

August, 2021 Volume-VII, Issue-VI | 8 Pages, Rs. 2.00 | R.N.I. No-WBBEN/2015/63375

এক পলকে দেশ

কেন্দ্রে নতুন মুখ

নয়াদিল্লি-কেন্দ্রিয় মন্ত্রিসভায় রদবদল হল ৭ জুলাই। ১২ জন মন্ত্রী বিদায় নিলেন। নতুন এলেন ৩৬ জন। পদোন্নতি হল সাতজনের। বাংলা থেকে বাদ গেলেন বাবুল সুপ্রিয় ও দেবশ্রী চৌধুরী।

পেগাসাসের কবলে

নয়াদিল্লি-ইজরায়েলে তৈরি পেগাসাস স্পাইওয়্যার দিয়ে দেশের কয়েকজন রাজনীতি বিদের মোবাইল ফোন হ্যাক করার অভিযোগ উঠেছে। এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন কেন্দ্রিয় তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী।

অ্যান্টিবডি বাড়ছে

নয়াদিল্লি-ছ'বছরের বেশি বয়সি জনসংখ্যার প্রায় ৬৭.৬ শতাংশের শরীরে কোভিডের বিরুদ্ধে লড়ার অ্যান্টিবডির সন্ধান পাওয়া গেল দেশে। গত জন জুলাই মাসে এই সমীক্ষা করা হয়। সমীক্ষাটি করেছে আই সি এম আর।

বেকার বাড়ছে

নয়াদিল্লি-অতিমারির বিধিনিষেধ শিথিল হতেই বেকারত্বের হার নিম্নমুখী ছিল। জুলাইয়ের শেষের দিকে তা বাড়তে শুরু করেছে। এখন সারা দেশে বেকারত্বের হার ৭.১৪%।

প্রয়াত স্ট্যান স্বামী

মুম্বই-নবি মুম্বইয়ের তালোজা জেলে ৮৪ বছরের জেসুইট পাদ্রি স্ট্যান স্বামীর মৃত্যু হল ৫ জুলাই। গত বছর ১২ অক্টোবর এন আই এ তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। স্বামীর মৃত্যুতে দেশজুড়ে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে।

প্রয়াত দিলীপকুমার

নিজস্ব প্রতিনিধি-যুগের যবনিকা টেনে শতবর্ষের চৌকাঠে পা দিয়ে চলে গেলেন ইউসুফ 'দিলীপ-কুমার' খান। জাতীয় পতাকায় মুড়ে

৭ জুলাই পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁকে সমাহিত করা হয়েছে জুহুর কবর স্থানে। ৯৮ বছরের জীবনের ইতি ঘটল। অমিতাভ বচ্চন থেকে শাহরুখ খান বলিউডের প্রায় সকল তারকারাই সশরীরে উপস্থিত ছিলেন কবরস্থানে।

এক পলকে রাজ্য

শিশু চুরি

বাঁকুড়া-শিশু কেনাবেচার অভিযোগে ধরা পড়লেন একটি কেন্দ্রিয় স্কুলের অধ্যক্ষ ও শিক্ষিকাসহ মোট আট জন। উদ্ধার হয়েছে পাঁচটি শিশু। আদালতের নির্দেশে তিন জনের পুলিশ হেফাজত এবং বাকিদের জেল হেফাজতে পাঠানো হয়েছে।

পরীক্ষার ফল

নিজস্ব প্রতিনিধি-২০ জুলাই বিশেষ পদ্ধতিতে মূল্যায়নের মাধ্যমে মাধ্যমিকের ফল প্রকাশিত হল। এবার পাশের হার ১০০ শতাংশ। গতবছর মাধ্যমিকে পাশের হার ছিল ৮৬.৩৪ শতাংশ। উচ্চ মাধ্যমিকের ফল প্রকাশ হল ১২ জুলাই। এবার পাশের হার ৯৭.৬৯ শতাংশ। গতবার ছিল ৯০.১৩ শতাংশ।

কমিশন পেগাসাস

নিজস্ব প্রতিনিধি-পেগাসাস কান্ডে তদন্তের জন্য কমিশন গড়ার সিদ্ধান্ত নিল নবান্ন। এই কমিশনে নেতৃত্ব দেবেন সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মদন ভীমরাও লোকুর এবং কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য।

মাফিয়া রুখতে

নিজস্ব প্রতিনিধি-রাজ্যে বালি, পাথর তোলার দায়িত্ব জেলা শাসকদের হাত থেকে নিয়ে দেওয়া হল মাইন অ্যান্ড মিনারেল কর্পোরেশনের হাতে। মাফিয়া রুখতেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

কাজ চাই

নিজস্ব প্রতিনিধি-এন আর এস হাসপাতালের জন্য ছ'টি শূন্যপদে ল্যাবরেটরি অ্যাটেন্ডেন্টের (আগে ছিল 'ডোম পদ') বিজ্ঞাপনে আবেদন জমা পড়েছে ৮০০০। আবেদনকারীদের মধ্যে ১০০ জন ইঞ্জিনিয়ার, ৫০০ জন স্নাতকোত্তর এবং স্নাতক ২০০০-এর বেশি।

ভ্যাক্সিনের আকাল

নিজস্ব প্রতি নিধি - কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রককে বারবার জানানো সত্ত্বে এরাজ্যে কোভ্যাক্সিন আসে নি। ২৪ জুলাই রাজ্যের ভান্ডারে কোভ্যাক্সিন ছিল মাত্র ৮৫০ ডোজ। এই মুহূর্তে দ্বিতীয় দফার টিকার জন্য দরকার ১ লক্ষ ৬০ হাজার ডোজ।

দেড় লাখ শিশুর অনিশ্চিত ভবিষ্যত

কিশোরকুমার বিশ্বাস

কোভিডের কারণে ভারতে প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার ছেলেমেয়ে অভিভাবকহীন হয়েছে। এক সমীক্ষা (দি হিন্দু, ২২ জুলাই) থেকে প্রাপ্ত রিপোর্টে জানা গেছে দেশে প্রায় ২৫,৫০০ ছেলেমেয়েরা তাদের মাকে হারিয়েছে। এছাড়া পিতৃহীন হয়েছে ৯০,৭৫১ জন ছেলেমেয়ে।

তবে এই পিতামাতাহীনতার অবস্থা একই রকম ছিল না পুরো কোভিডকালে। এটা অনেক বেড়েছে ২০২১ এর ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিলের মধ্যে। গত এপ্রিলেই আবার গত মার্চ মাসের তুলনায় এই মা-বাবা হারানোর সংখ্যা বেড়েছে প্রায় সাড়ে ৮ গুণ।

অনেকক্ষেত্রে দেখা গেছে, পিতামাতা উভয়েই কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন। সময়মতো চিকিৎসা করে আরোগ্যলাভও করেছেন। কিন্তু কোভিড পরবর্তী সময়ে হার্টের ব্যাপক সংক্রমণের ফলে কোন কোন পরিবারে হয় বাবা নয় মা পরিবার ছেড়ে চলে গেছেন। অনেক পরিবারে হয়ত বাবা রয়েছেন কিন্তু মা নেই আবার এর উল্টোটাও ঘটেছে অনেক পরিবারে। সেক্ষেত্রে শিশুদের ওপর তার প্রভাব পড়েছে। আবার যেই পরিবারে বাবা এবং মা দু'জনেরই মৃত্যু হয়েছে, সেই পরিবারের শিশুদের অবস্থা দুঃসহ।

সমীক্ষায় আশঙ্কা করা হয়েছে এর ফলে ওই সন্তানদের অবস্থা খুব খারাপ হতে পারে। পরিবার থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও বেড়ে যাবে। এরজন্য যেটা এখন দরকার তা হল যেভাবেই হোক ওই সন্তানদের দুরবস্থা কাটাতে অভিভাবকদের মতো আচরণ করবে এমন সংস্থা তৈরি করা। এরজন্য সরকারকে বা বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাকে এগিয়ে আসতে হবে।

এটা কেবল ভারতেরই সমস্যা নয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এই রকমভাবে বহু ছেলেমেয়ে অভিভাবকহীন হয়েছে। সমগ্র বিশ্বে এই সংখ্যা ১২ লক্ষেরও বেশি। সংখ্যার বিচারে ভারত তৃতীয় স্থানে রয়েছে। বহু ছেলেমেয়ে আছে যাদের যত্ন করতো তাদের মা বাবারা নয় অন্য কোনো আত্মীয় যেমন—দাদু, দিদিমা, ঠাকুরমা বা অন্য কোনও আপনজন। বহু ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে বাবা-মা ছাড়াও অন্য আত্মীয়স্বজন-এর মৃত্যু হওয়াতেও অনেকের ক্ষতি হয়েছে।

পদকের মুখ দেখাল চানু

টোকিও অলিম্পিকে চানুর হাত দিয়ে ভারতোলনে প্রথম পদক জয় ভারতের

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

আমাদের 'স্বাধীনতা' পুজো

সুধী দেশের ভালোবাসার মানুষ,

অজস্র বীরের বলিদানে ভারতমাতার শৃঙ্খলমোচন হয়েছে। আমাদের ভারতমাতার শিরে শোভিত হিমালয় পর্বতরাজি। দক্ষিণে কন্যাকুমারীতে প্রতিনিয়ত মাতার পাদপদ্ম সিক্ত হচ্ছে ভারত মহাসাগরের উত্তাল জলরাশিতে। **'সকল দেশের রাণী সে যে'** আমাদের ভারতবর্ষের ৭৫তম স্বাধীনতা দিবসে (১৫ই আগস্ট, ২০২১) **সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের** এবারের অর্ঘ্য ভারতমাতার মায়েদের শাড়ী দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো। পাশাপাশি প্রতিটা শিশুর সুস্থভাবে বেঁচে থাকার **"স্বাধীনতা"**কে নিশ্চিত করতে শহরের বিভিন্ন জায়গায় **সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন** ১৫ই আগস্ট, ২০২১ থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্তপরীক্ষার এক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। একদিকে মায়েদের **সম্মাননা প্রদান** অন্যদিকে **থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সুস্থ পৃথিবী** উপহার দিতেই আমাদের সংগঠনের এই কর্মসূচী। এই কর্মসূচীর যদিও কোনও নির্দিষ্ট দিনের অবকাশ নেই, প্রতিদিনই থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্তপরীক্ষা করানো আমাদের কাজ, তবু স্বাধীনতা দিবসকে বেছে নিয়েছি একটি প্রতীকি পদক্ষেপ হিসেবে।

আসুন, আমাদের অঙ্গীকার হোক একটি থ্যালাসেমিয়া মুক্ত পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করার অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করা। থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা **'জন গণ মন'**-এর মধ্যে কলরব হয়ে উঠুক। সুস্থ প্রজন্মই আমাদের ভবিষ্যতের সম্পদ।

ধন্যবাদান্তে,
অভিনন্দন সহ,

সঞ্জীব আচার্য্য
সম্পাদক
এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সকল সদস্যবৃন্দ

১ আগস্ট, ২০২১

১৫ই আগস্ট ২০২১, সারাদিন ব্যাপী কর্মসূচী
(শাড়ী প্রদান এবং থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্তপরীক্ষা)

প্রতিষ্ঠানের নাম	সময়
১. সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন (শ্যামবাজার)	সকাল ১০.০০ ঘটিকায়
২. ২৭নং ওয়ার্ড, সিটিজেন ফোরাম (মানিকতলা স্ট্রিট)	বেলা ১১.০০ ঘটিকায়
৩. শীল লেন মহিলা দুর্গোৎসব কমিটি (শীল লেন শীতলা মন্দির)	বেলা ১২.০০ ঘটিকায়
৪. বেনিয়াপুকুর লাইব্রেরী এবং রিডিং ক্লাব (বেনিয়াপুকুর রোড)	বেলা ০১.০০ ঘটিকায়
৫. সুনীল নগর সার্বজনীন (পিকনিক গার্ডেন রোড)	বেলা ০২.০০ ঘটিকায়
৬. লেক ইয়ুথ কর্ণার (একডালিয়া)	বিকাল ০৫.০০ ঘটিকায়
৭. নূতন আলোকে (বালিগঞ্জ)	সন্ধ্যা ০৬.০০ ঘটিকায়
৮. বিবেকানন্দ মিলন সংঘ (বাঘাযতীন)	সন্ধ্যা ০৭.০০ ঘটিকায়

জনস্বার্থে প্রচারিত

থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির ও বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন

পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯৬১ অনুসারে নথিভুক্ত
১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা-৪; ফোন ঃ ৯৮৩০৫ ৬০২৯৬ / ৯৪৩৩০ ৯৮০২২

এখানে - ওখানে

নতুন আঙ্গিকে চিকিৎসক দিবস পালন করল সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি-প্রথা মেনে এবছরও পয়লা জুলাই চিকিৎসক দিবস পালন করল সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। কিন্তু চিরায়ত প্রথা থেকে মূল বিষয়টিকে খানিকটা অদল বদল করে নতুন আঙ্গিকে সাজানো হয়েছিল অনুষ্ঠানটি। সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্যের কল্পনাপ্রসূত এই অনুষ্ঠানটির বাস্তবরূপে অভিভূত হয়েছেন সকলে। এই চিকিৎসক দিবসে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন শহরের খ্যাতনামা চিকিৎসকদের সম্বর্ধনা জানিয়েছেন। এছাড়া থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত শিশুদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে জীবনদায়ী ওষুধ। বাংলার রূপকার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম ও প্রয়াণ দিবসকে শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি নিটোল অনুষ্ঠান উপহার দিয়েছে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন।

অনুষ্ঠানের শুরু বেলা ১টায়। শিল্পী আবীর চ্যাটার্জির উদ্বোধনী সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন বিখ্যাত শিশু চিকিৎসক এবং সংগঠনের সভাপতি ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জি, সংগঠনের কার্যকরী কমিটির অন্যতম সদস্য ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য এবং আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ দেবাশীষ ঘোষ। সংগঠনের সহ-সভাপতি ডাঃ শেখর ঘোষের এই অনুষ্ঠানে সম্বর্ধনা নেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তিনি বিশেষ কাজে দিল্লি চলে যান। চিকিৎসক দিবসের এই অনুষ্ঠানে পুষ্পমণ্ডিত থালায় শোভা পাচ্ছিল সিরিঞ্জ, স্টেথো, পালস অক্সিমিটার, ওষুধ ইত্যাদি। অন্যদিকে একটি অক্সিজেন সিলিন্ডারকে মালা পরিয়ে রাখা হয়েছিল চিকিৎসক দিবসে বন্দনার জন্য। মঞ্চে পুরোহিত শরদিন্দু চ্যাটার্জির এক হাতে ঘন্টা, অন্য হাতে চামড়, মুখে চণ্ডীস্তোত্র সঙ্গে কাঁসর ঘন্টা ও ঢাকের বাদ্যি। পবিত্র মন্ত্রে পুত হল চিকিৎসার সামগ্রী সকল।

ডাক্তার ত্রয়ীকে বরণ করে নেওয়া হচ্ছে নিজস্ব চিত্র

এবার ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জিকে ঘন্টা ও চামড় সহযোগে বরণ করে নেওয়া হল চিকিৎসক দিবসের আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে। একে একে ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য এবং ডাঃ দেবাশীষ ঘোষকেও সেইভাবে বরণ করা হল। এ এক অপূর্ব দৃশ্যসজ্জা, দশভূজার আগমনের এখনও প্রায় তিন মাস বাকি। আকাশে পুঞ্জিত কালো মেঘের গর্জন, ধরিত্রীর স্নাত বারিধারায়, বর্ষার এই ভিজে আবহাওয়াতে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন আয়োজিত চিকিৎসক দিবসের এই অনুষ্ঠানে যেন শরতের আলতো ছোঁয়া বইছে সমগ্র অডিটোরিয়াম জুড়ে।

এবার ডাক্তারদের হাতে সম্মাননা তুলে দেওয়ার পালা। প্রথমে ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জির সম্মাননা পড়ে শোনান সম্পাদক। এরপর সংগঠনের সদস্যরা তাঁর হাতে তুলে দেন সম্মাননা পত্রটি। উত্তরীয় পরিয়ে দেন সদস্যরা। সঙ্গে ছোট্ট একটি উপহার। একে একে ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য এবং দেবাশীষ ঘোষকেও একইভাবে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সম্বর্ধনার শেষে বক্তব্য রাখেন ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য, ডাঃ দেবাশীষ ঘোষ। সকলেই একবাক্যে বলেন, 'সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন আয়োজিত এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে এসে আমরা অভিভূত। একদিকে কোভিড পরিস্থিতি, অন্যদিকে লকডাউন চলছে, এই অবস্থায় মানুষ যখন প্রায় গৃহবন্দি, ঠিক সেই অবস্থায় সংগঠনের এই কর্মকাণ্ডটি প্রশংসার দাবি রাখে। ডাক্তাদের বক্তব্যের শেষে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য।

চিকিৎসক দিবসে অনুষ্ঠানের পরবর্তী পর্যায়টি ছিল থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তদের হাতে জীবনদায়ী ওষুধ তুলে দেওয়া। সারুফা শেখ, সুস্মিতা ঘরামি, ঈষপ হাজরা, তমসা ঘোষ, জাকির হোসেন, সিমরন খাতুন, সুচিত্রা সাহা, মৌমিতা রায়, খালিদ আনোয়ার, পিণ্টু পয়রা, সিদ্ধার্থ বেরা এবং তুষনিক বাগচির হাতে জীবনদায়ী ওষুধ তুলে দেন সংগঠনের সদস্যরা এবং সাংবাদিকরা। ওষুধ প্রদানের পর সংগঠনের পৃষ্ঠপোষক মৌমিতা কালী থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তদের প্রত্যেকের হাতে উপহারের প্যাকেট তুলে দেন। একটা অনাবিল আনন্দের পরিবেশের মধ্যে দিয়ে চিকিৎসক দিবসের অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।

দুঃস্থ শিল্পীদের সাহায্য

নিজস্ব প্রতিনিধি-রাধাকান্ত নন্দী স্মৃতি সংসদ এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে ২৪ জুলাই সংগঠনের অডিটোরিয়ামে দুঃস্থ শিল্পীদের হাতে তুলে দেওয়া হল খাদ্যসামগ্রীর প্যাকেট। এই অতিমারির মধ্যে গোটা বিশ্বের মানুষ সমস্যায় জর্জরিত হয়ে রয়েছেন।

ক্রীড়াপ্রেমীর রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি-উত্তর কলকাতার ক্রীড়াপ্রেমী সংস্থা ও লায়নস ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে প্রথম রক্তদান কর্মসূচী সাফল্যের সঙ্গে শেষ হল ২৫ জুলাই। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য এবং রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা, বিধায়ক মদন মিত্র ও আরও অনেকে।

চলে গেলেন নমিতা পাল

নিজস্ব প্রতিনিধি-সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের একনিষ্ঠ সদস্যা নমিতা পাল চলে গেলেন ৩১ মে ২০২১। রেখে গেলেন এক পুত্র এবং পুত্রবধূকে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। একই মাসের ১১ তারিখে তাঁর স্বামীর প্রয়াণ হয়। প্রয়াত সদস্যার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ১ জুলাই সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন

ফেডারেশনের উদ্যোগে এক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় প্রয়াত সদস্যা নমিতা পালের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন সংগঠনের সদস্যরা। স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য সহ অন্যান্য সদস্যরা। সম্পাদক তাঁর বক্তব্যে নমিতা পালের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, এই মৃত্যুতে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সামগ্রিক ক্ষতি হল। একটা শূন্যতার সৃষ্টি হল। তাঁর সংগঠনের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ছিল। সর্বোপরি সংগঠনের প্রতিটি অনুষ্ঠানে তিনি অংশগ্রহণ করতেন এবং তাঁর সাহচর্য্য সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল। সংগঠনের সদস্য রামকৃষ্ণ বসাক নমিতা পালের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, অসময়ে চলে গেলেন নমিতা পাল।

বিধান স্মরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি-আর জি কর হাসপাতাল স্টেট হেলথ্ এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ১ জুলাই পালিত হল রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রথিতযশা ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম এবং প্রয়াণ দিবস। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য।

ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-৩ জুলাই শহরের ৩৮ নং ওয়ার্ডে গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে সংশ্লিষ্ট এলাকার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হল স্বাস্থ্য শিবির। ওই শিবিরে ব্লাড সুগার, ইসিজি, রক্তচাপ এবং পালস্‌রেট পরীক্ষা করা হয়। শিবিরকে ঘিরে এলাকার মানুষের মধ্যে উৎসাহ ছিল ব্যাপক।

এই পত্রিকার জুলাই সংখ্যায় 'একজন খেটে খাওয়া মানুষের রোজ নামচা' কবিতায় কবির নাম ভুল ছাপার জন্য আমরা দুঃখিত।

মানুষের ধর্মবোধের ভিত্তি ঃ মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্রের গঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি-অনেক মানুষ মহামানব হয়ে ওঠেন তাঁর হৃদয় বৃত্তির কারণে, মানুষের প্রতি দয়ার কারণে। আবার, বহুমানুষ অনেক বেশি কর্মপ্রচারক হন। অনেকে হয়ে যান এসবে বিপরীত। অনেকের ধারণা এটা পরিবেশ, শিক্ষা এবং বংশগত কারণে হয়। বংশগতি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কিছুদিন আগে চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্নায়ুতন্ত্র (নিউরোলজি) বিভাগের শিক্ষার নতুন আবিষ্কার হল মানুষের ধর্মবোধের ভিত্তি নির্ভর করে তার মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্রের গঠনের ওপর। পুরাণে দৈত্যকুলের প্রহ্লাদের কথা অনেকেই জানি, এটাও আমরা জানি, রাবণ-বিভীষণ-এর কাহিনী বা যুধিষ্ঠির-দুর্যোধন-এর চরিত্র। কিন্তু মানুষের চরিত্র বিচারে বিপ্লব এনেছে এই নতুন গবেষণা।

নতুন আবিষ্কারটি কী ?

গত জুলাই মাসে 'সায়েন্স ডেইলি' নামে এক বিখ্যাত চিকিৎসা বিষয়ক জার্নালের এক রিপোর্টের ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে একটি মানুষের বিভিন্ন ভালমন্দ দিকগুলোকে সহজেই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে তার স্নায়ুতন্ত্র গঠনের চিত্র দিয়ে। এর আগে মনস্তত্ত্ববিদ্যা বেশি গুরুত্ব পেত মানুষের চরিত্র বিশ্লেষণ। পৃথিবীর ৮০ শতাংশ মানুষই কম বেশি ধর্মীয় আচার আচরণ পালন করেন। অনেকে ধর্মাবেগে সর্বস্বত্যাগ করতেও প্রস্তুত। বহু মানুষ তার জীবনের বহু কিছু ত্যাগ করতে রাজি অন্য মানুষের স্বার্থে। অনেক মানুষ বেশ হিংস্র, অনেকে আবার খুবই নরমপ্রকৃতির, সঙ্গীতে বিভোর হন, কবিতায় আকৃষ্ট হন। এসবই নির্ভর করছে তার মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্রের গঠনের ওপর।

গবেষণা পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত পরিচয়

গবেষকদের কাছে কিছু তথ্য আগেও ছিল বিশ্লেষণ করার জন্য। পরে শতাধিক রোগীকে নিয়ে এই অনুধাবনের পরে গবেষকরা অনেকটা নিশ্চিন্ত তাদের এই উপসংহারে।

সূর্য সেন স্ট্রিটে স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় সূর্য সেন স্ট্রিট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সৌজন্যে ৮ জুলাই অনুষ্ঠিত হল স্বাস্থ্য শিবির। শিবিরে ব্লাডসুগার, ব্লাডপ্রেসার, ইসিজি, বি.এম.ডি এবং থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্তপরীক্ষা করা হল। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে শিবিরে উপস্থিত ছিলেন নিতাই রায়চৌধুরী সহ অন্যান্যরা। এই শিবিরকে কেন্দ্র করে এলাকার বহু উৎসাহী মানুষ এবং সমাজসেবীরা শিবিরে এসে তাদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন।

JR
JYOTEE
BASMATI RICE

Available 1Kg, 5Kg, 10Kg, 15Kg
20Kg, 25Kg, 50Kg

Marketed by :
Karu International
A HOUSE OF EXPORT & IMPORT
13, Madanmohantala Street, Kolkata - 700 005
West Bengal, India
E-mail ; karuinternational2016@gmail.com

For Door to Door Delivery & Trade Enquiry
Office : 98307 52121, 98300 52800, 98301 52800
North Kolkata : 91630 76734
South Kolkata : 98365 85695

বিমান দুর্ঘটনা

মস্কো-২২ জন যাত্রী এবং ছ'জন বিমানকর্মীকে নিয়ে নিখোঁজ রাশিয়ার বিসর্জনের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেল দেশের পূর্বদিকে অবস্থিত ওখোটস্ক সাগরে। বিমানের কেউই বেঁচে নেই। ৬ জুলাই বিমানটি পালানাতে যাচ্ছিল। হঠাৎ করে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের সঙ্গে বিমানটির সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।

গোপন সফর চিনফিংয়ের

বেজিং-গোপনে তিব্বতের শহর নিংচিতে ঘুরে গেলেন চিনের প্রেসিডেন্ট চিন চিনফিং। অরুণাচল প্রদেশের সীমান্ত লাগোয়া শহর নিংচি। তিন দশক পর এই প্রথম কোনও চিনা প্রেসিডেন্ট তিব্বত সফরে গেলেন। ১৯৯০ সালে চিনা প্রেসিডেন্ট জিয়াং জেমিন শেষ বার তিব্বত সফরে গিয়েছিলেন। এই শহরের বসবাসকারী বিভিন্ন জনজাতির মানুষ নানা সাজে সেজে চিনের জাতীয় পতাকা হাতে হাসি মুখে প্রেসিডেন্টকে স্বাগত জানান। বিশেষজ্ঞদের মতে, চিনের সরকারের বিরুদ্ধে তিব্বতের বাসিন্দাদের একাংশের যে বিপুল ক্ষোভ রয়েছে, তা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে চিন।

হিম-গলন

সুইৎজারল্যান্ড-উষ্ণায়নের প্রভাব সুইস আল্পসেও পড়েছে। সম্প্রতি সুইস ফেডারেল ইন্সটিটিউড অব অ্যাকোয়াটিক সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির এক গবেষণায় প্রকাশ, ১৮৫০ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত হিমবাহের দ্রুত গলনের ফলে সুইস আল্পসের কাছে তৈরি হয়েছে ১২০০ টি জলাশয়। গবেষকদের অনুমান ছিল, হিমবাহ গলনের জন্য জলাশয়ের সংখ্যা হয়ত কয়েকশো থাকবে। কিন্তু সংখ্যাটি ১০০০ অতিক্রম করায় তাঁরা চমকে উঠেছেন। গবেষকদের ধারণা ওই অঞ্চলে ব্যাপক বন্যার সম্ভাবনা রয়েছে।

নিষিদ্ধ তালিকাতে

লন্ডন-পর্যটনের ব্যবসা ভাল করে চালু করতে এবার সীমান্ত খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল ব্রিটেন। ১৯ জুলাইয়ের পর ব্রিটেনে ঘুরতে যেতে পারবেন ভ্রমণ পিপাসুরা। তবে ভারত থাকছে নিষিদ্ধ তালিকাতেই। ব্রিটেনে প্রবেশের অনুমতি পাওয়া দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে স্পেন, ফ্রান্স, ইতালি, পর্তুগাল, জার্মানি, আমেরিকা।

অতিমারির দাপটে বন্ধ ছিল নিউ ইয়র্কের বিয়ে নথিভুক্তির অফিসগুলো। ২৪ জুলাই অফিস খোলার প্রথম দিনে বিয়ে করে বের হচ্ছেন এক দম্পত্তি।

গনির ফোন

কাবুল-কন্দহরে নিহত ভারতীয় চিত্র সাংবাদিক দানিশ সিদ্দিকির বাবাকে ফোন করে সমবেদনা জানালেন আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট আশরফ গনি। ২২ জুলাই রাতে তালিবান-আফগান বাহিনীর সংঘর্ষের মধ্যে পড়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারান সংবাদসংস্থা রয়টার্সের কর্মী দানিশ।

মহিলা রক্ষী হজে

মক্কা-এই প্রথম হজের সময় মক্কার নিরাপত্তার দায়িত্ব পেলেন কয়েকজন মহিলা সেনা। ঢিলে ঢালা পোষাক ও হিজাব পরেই দেখভাল করছেন তাঁরা।

সাগরপারের টুকিটাকি

নিষেধাজ্ঞা কিউবায়

ওয়াশিংটন-কিউবায় এখন সরকার বিরোধী আন্দোলন চলছে। এরই মধ্যে কিউবার প্রশাসনের বিরুদ্ধে নতুন করে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে আমেরিকা। ভবিষ্যতে বাইডেন সরকার কিউবার বিরুদ্ধে আরও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

ইমরানের ভাষণ

বেজিং-চিনা কমিউনিস্ট পার্টির ১০০ বছর পূর্তিতে বক্তৃতা দিলেন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। বক্তৃতায় তিনি চিনা প্রেসিডেন্ট শি চিনফিংয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

'রানি'কে নিয়ে ভিড়

'বামন' গরু রানি

ঢাকা-বিশ্বের ক্ষুদ্রতম গরু হিসেবে চিহ্নিত হতে চলেছে বাংলাদেশের 'রানি'। তার উচ্চতা মাত্র ৫১ সেন্টিমিটার। দু'বছর তিন মাস বয়স, গায়ের রং সাদা। ঢাকা থেকে ত্রিশ কিলোমিটার দূরে কিশোরগঞ্জের চারিথামারে জন্ম রানির। সামাজিক মাধ্যমের জেরে ওই 'বামন' গরু এখন রীতিমতো তারকা। বর্তমানে গিনেস বুকে ক্ষুদ্রতম গরুর খেতাব রয়েছে কেরলের 'মনিক্কিয়াম'-এর। রানি মাপে তার থেকেও ১০ সেন্টিমিটার কম। ভুটানের বিশেষ প্রজাতির গরু 'রানির' ওজন মাত্র ২৬ কেজি।

বেজোসের মহাকাশ এমন

মহাকাশে ভ্রমণ শেষে বেজোস

টেক্সাস-স্বপ্নকে সফল করতে আরও একধাপ এগিয়ে গেলেন ধনকুবের জেফ বেজোস। ২০ জুলাই নিজের সংস্থা অ্যামাজনের তৈরি মহাকাশযানে চেপে পৌঁছে গেলেন পৃথিবী ও মহাকাশের সীমান্ত রেখায়। সেখানে কাটালেন প্রায় ১০ মিনিট ২০ সেকেন্ড। এরপর নিরাপদে ফিরে এলেন পৃথিবীর মাটিতে। মহাকাশ পর্যটনের বাজার দখলে নিতে ৯ দিন আগে মহাশূন্যে গিয়েছিলেন ব্রিটিশ ধনকুবের রিজার্ভ ব্র্যানসন। নিজের সংস্থা 'ভার্জিন গ্যালাকটিক'-এর তৈরি মহাকাশযানে চেপে মাটি থেকে ৮০ কিমি উচ্চতায় পৌঁছে ছিলেন। এবার সেই প্রতিযোগিতায় তাঁকে অতিক্রম করে ১০০ কিমি উচ্চতা ছুঁয়ে ফেললেন বেজোস। তাঁর সংস্থা 'ব্লু অরিজিন'-এর তৈরি 'নিউ শেপার্ড' মহাকাশযান। বেজোসের সঙ্গী সফরবাসী হিসাবে প্রবীণতম মহাকাশচারী হিসেবে রেকর্ড গড়লেন ৮২ বছরের প্রাক্তন মহিলা বিমানচালক ওয়ালি ফ্রাঙ্ক। সর্বকনিষ্ঠ মহাকাশচারী হিসেবে রেকর্ড গড়লেন আর এক সহযাত্রী তালিকায় ডিমেল নামে ১৮ বছরের এক ডাচ কিশোর।

সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেড
৯৮৩০১৭৩৯৫০
(০৩৩)২৫৩০৬৫৭২
ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MBBS, MD
ফোন নং ঃ৯৮৩০০৬৬৫২৯

ডাক্তারবাবু, শুনছেন!

প্রঃ কোভিড অতিমারির মধ্যে জীবনযাপন করছি। বাড়িতে শিশুরা রয়েছে। শিশুদের ওপর এই কোভিডের প্রভাব কতখানি তা জানতে চাই? *রুম্পা দাস, নৈহাটি*

কোভিড ১৯ মাসের পর মাস এক আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছে। এই সংক্রমণের ফলে অনেকেরই মানসিক অবস্থার ওপর প্রভাব পড়ছে। যার মধ্যে শিশুদের ওপরে প্রভাব বেশ ভালরকমই পড়েছে। এটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

শিশুদের বাইরে যাওয়া বন্ধ, বন্ধ স্কুলে যাওয়া, মাঠে খেলাধুলো, বেড়ানো, সবকিছু কার্যত বন্দীদশায় কাটাচ্ছে তারা। এর ফলে অনেকের মধ্যেই একটা অস্থিরতা তৈরি হচ্ছে। সংযোগ ব্যাহত হচ্ছে। পড়াশোনায় ঠিকমতো মন দিতে পারছে না অনেকে।

প্রঃ বাড়ির ছোটরা মোবাইল ফোনের ব্যবহার বেশি করছে। এটা কিভাবে বন্ধ করা যায়? *সুতনু মিত্র, রানাঘাট*

অনেকে আবার ভয় পাচ্ছে এই রোগের ব্যাপারে। আতঙ্কে ভুগছে তারা। বাড়ির লোকের থেকে, টিভি মোবাইল থেকে কোভিড ১৯ এর ব্যাপারে অনেক বাচ্চাই অনেক কিছুই জেনে গেছে। এই কোপের ভয়বহতা এবং মৃত্যুর খবর তাদের চিন্তায় রেখেছে। মোবাইল ফোন থেকেও ছড়াতে পারে সংক্রমণ। সেইদিকটা বাড়ির অভিভাবকদেরই খেয়াল রাখতে হবে। এই অবস্থায় পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য পড়ুয়াদের মোবাইল ফোনই একমাত্র ভরসা। বিশেষ পর্যবেক্ষণ করে বিশেষজ্ঞরা বলছেন মোবাইল ফোনও সঠিকভাবে জীবানুমুক্ত করতে হবে।

অনেকে অবসাদে ভুগছে, স্কুল চলছে খালি অনলাইনে, পরীক্ষার অনিশ্চয়তা, বন্ধুদের থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া, বাইরের জগৎ না দেখতে পাওয়া এর কারণ।

কোন কোন ক্ষেত্রে আবার উগ্র ব্যবহার, মুখ ফুলে যাওয়া, রাতে ভয়ের স্বপ্ন দেখা, ক্ষিদে কমে যাওয়া এইসব দেখা দিচ্ছে।

যাদের ইতিমধ্যেই সমস্যা রয়েছে, যেমন— আর্টিজম (Artism), Learning, Disability, Cerebral Palsy বা Attention Deficit Disorder , তাদের উপসর্গ আরও বেড়ে যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে। এটা বেশ ভাববার বিষয়।

অতিরিক্ত সাবধানতার বশে বারবার হাত ধুতে ধুতে Obsissive Compulsive Disorder দেখা দিতে পারে। বাড়ির লোকদের আতঙ্ক, অবসাদ প্রভৃতির প্রভাব পড়তে পারে শিশুদের ওপর। অতিরিক্ত মোবাইল ব্যবহারের ফলেও সমস্যা দেখা দিতে পারে।

অর্থনৈতিক অবস্থারও একটা প্রভাব আছে। যেসব পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল নয়, এই পরিস্থিতিতে রোজগার কমে যাওয়ায় পরিবারে এক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছে, তার প্রভাবও শিশুদের ওপর পরে। ফলে সৃষ্টি হতে পারে মানসিক সমস্যার। ইন্টারনেটের সুযোগ-সুবিধা না থাকার ফলে যদি কেউ অনলাইন ক্লাস না করতে পারে, তার থেকেও সমস্যা হতে পারে। সুতরাং অনেকরকম সমস্যাই হতে পারে।

প্রঃ সংবাদপত্রে থার্ড ওয়েভের খবর দেখতে পাচ্ছি। কি করব বুঝতে পারছি না প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিলে উপকৃত হব।

আশীষ ব্যানার্জি, খয়রাশোল

কত ভয়ানক হবে থার্ড ওয়েভ? সবার মনে একই প্রশ্ন। এই থার্ড ওয়েভের প্রকোপ আরও বেশি হতে পারে। ডেল্টা ভাইরাসের মিউটেশনের পরের চেহারা কি আরও ভয়ানক হতে পারে। শিশুরা বেশি করে আক্রান্ত হতে পারে। বিজ্ঞানীরা বিচার করে বলেছেন, এতকিছু নাও হতে পারে। হয়ত ক্রমবর্ধমান ইমিউনিটির জোরে এই আক্রমণ অনেকটা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু আমাদের তৈরি থাকতে হবে একে মোকাবিলা করার জন্য। তার জন্য আমাদের কিছু বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া দরকার।

(১) কোভিড চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিকে পুরোমাত্রায় তৈরি রাখা। সমস্ত সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখা এবং যথাযথ সংখ্যায় চিকিৎসক এবং চিকিৎসা কর্মীদের ব্যবস্থা রাখা। প্রয়োজনে এইসব কেন্দ্রগুলির সংখ্যা বাড়ানো দরকার।

(২) অক্সিজেনের ঠিকঠাক যোগান রাখতে হবে। আগের মতো অক্সিজেনের অভাবে সমস্যা যাতে না দেখা দেয়।

(৩) শিশুদের চিকিৎসার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখতে হবে। এদের ভ্যাক্সিনেশনের সুরক্ষা বলয় নেই বিশেষত আমাদের দেশে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১২ -১৫ বছরের শিশুদের ভ্যাক্সিন দেওয়া হচ্ছে।

(৪) ভ্যাক্সিনের মাত্রা বাড়ানো। বেশি মানুষকে ভ্যাক্সিন দেওয়া হলে, ইমিউনিটি বাড়বে। ভাইরাসের রূপ নতুন হলেও তার বিরুদ্ধে কিছুটা সুরক্ষা এই ভ্যাক্সিন থেকে পাওয়া যাবে।

(৫) সঠিকভাবে মাস্ক ব্যবহার করা, দুরত্ব বজায় রাখা, হাতমুখ ধোওয়া, জিনিসপত্র স্যানিটাইজ করা, ভীড় না করা— এসব করতে হবে।

এইভাবেই থার্ড ওয়েভের মোকাবিলা করতে হবে আমাদের। অবহেলার কোন জায়গা নেই। শিশুরা যাতে অযথা ভয় না পায় তার সমস্তরকম চেষ্টা অভিভাবকদেরই করতে হবে। গান, নাচ, ছবি আঁকা, গল্প করা এসব করলে ভাল হয়। ইন্টারনেটের অধিক ব্যবহার ভাল নয়। কিছু ক্ষেত্রে মনোবিদের সাহায্য নেওয়াও দরকার, কাউন্সেলিংও অনেক কাজে আসতে পারে। Artism, Learning, Diability, Cerebral Palsy প্রভৃতি থাকলে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে যারা রয়েছেন তাদের প্রয়োজনীয় সাহায্য করা দরকার। এভাবেই কাটিয়ে ওঠা যাবে সব সমস্যা।

সম্পাদকীয়

শৃঙ্খলিত জীবনই ভরসা

ইতিমধ্যেই দেশে কোভিডের তৃতীয় প্রবাহের আশঙ্কা ক্রমশ প্রকট হচ্ছে। খোদ প্রধানমন্ত্রীও উদ্বেগের মধ্যে আছেন। এই তৃতীয় প্রবাহকে কতখানি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা যাবে, তা নির্ভর করছে সর্বোচ্চ প্রশাসনের কর্তাদের ওপর। বাণী বা ভাষণ ছেড়ে বাস্তব পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করলে আশা করা যায় এই তৃতীয় প্রবাহের ধাক্কাকে সামলে নেওয়া সম্ভব হবে। এরজন্য দরকার নিজেদের ভুলত্রুটিগুলোকে শুধরে নেওয়া। সমগ্র ব্যবস্থার মধ্যে স্বচ্ছতা আনা। দেশে টিকার যোগান বাড়াবার জন্য যা যা করা দরকার, তা অনতিবিলম্বে করতে হবে। টিকা বণ্টনের ব্যাপারে রাজনীতিকে ত্যাগ করতে হবে। দ্বিতীয় প্রবাহটি মারাত্মক হওয়ার পেছনে কারণ আছে। সাধু-সন্তদের মেলা, রাজ্যে সাধারণ নির্বাচনে প্রচারের ঘনঘটা চলেছে। কিন্তু তৃতীয় প্রবাহের শুরুতে আর সেই ভুল কখনই করা উচিত নয়। অতীত অভিজ্ঞতা যেখানে সুখকর নয়, সেখানে একমাত্র আশাটুকুই সম্বল।

কখনও সত্যি মিথ্যায় মিশ্রিত ভাষণ, কখনও সম্পূর্ণ মিথ্যা বলা মোটামুটি এভাবেই দেশে চলছে কোভিডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ লড়া। ছ'মাস অতিক্রান্ত টিকা দেওয়া শুরু হয়েছে, অথচ কত পরিমাণ টিকা মজুত রয়েছে, কত টিকা ভবিষ্যতে প্রয়োজন, যে চালে টিকা দেওয়া চলছে তাতে দেশের নাগরিকদের টিকাকার্য সম্পন্ন করতে কত সময় লাগবে—এসব প্রশ্নের উত্তর কারও জানা নেই। যে পরিসংখ্যান পাওয়া যাচ্ছে তাতে রয়েছে ভীষণ গরমিল। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, টিকা দেওয়ার যে গতি চলছে দেশে তাতে সকলের টিকা পেতে আরও দু'বছর সময় লাগবে। আবার রাজ্যগুলো কি পরিমাণ টিকা পাবে তার কোন সঠিক সূত্র নেই। সবটাই ধোঁয়াশায় ভরা। রাজনীতিকরা টিকাকরণকে রাজনৈতিক ইস্যু করে তুলেছে। সম্প্রতি দু'একটি রাজ্যের নির্বাচনে বিষয়টি পরিষ্কার হয়েছে। যেসব রাজ্যে নির্বাচন আসন্ন সেখানেও এই টিকা নিয়ে রাজনৈতিক ভাষণের মাত্রা চড়ছে। আমাদের দেশ কোভিডকে পর্যুদস্ত করার যুদ্ধে পিছনের সারিতে অবস্থান করছে।

অবশ্য সব দায়িত্বই সরকারের নয়। নাগরিকেদরও কিছু কিছু দায়িত্ব রয়েছে। যে কথা অসংখ্যবার বলা হয়েছে সেকথাটি আরও একবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। সাধারণ মানুষ সচেতন যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ অতিমারিকে রোখা সম্ভব নয়। দ্বিতীয় ঢেউয়ের ধাক্কা কমে আসা মাত্রই দেশের অসংখ্য নাগরিক মাস্ক পরা ভুলে গেছেন। পর্যটনকেন্দ্রগুলোতে লাগামছাড়া ভিড়। দোকান বাজারের অবস্থা তথৈবচ। দীর্ঘসময় ঘরে বন্দি থাকার ফলে অবসাদ ঘিরে ধরে মানুষকে। সামান্য সুযোগ পেলেই মানুষ সব বিধিনিষেধ ভুলে যায়। বলে রাখা ভাল অতিমারির বিপদ এখনও রয়েছে, এই অবস্থায় বেপরোয়া হয়ে উঠলে বিপদের মাত্রা অবশ্যই বাড়বে। মাস্ক পরা, স্যানিটাইজার ব্যবহার করা, হাত ধোয়া, দূরত্ব বিধি বজায় রাখা—এসব মেনে চললে তৃতীয় প্রবাহকে আমরা অনেকখানি সামাল দিতে পারব। প্রশাসন তার কাজ করবে আর নাগরিকরা স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করলেই কোভিড পরাস্ত হতে বাধ্য।

প্রাণবায়ু

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান, এই পাঁচটি এবং নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় এই পাঁচটি, মোট এই ১০টি প্রাণবায়ুই শ্রেষ্ঠ। যৎকথিত এই দশ প্রাণবায়ু স্বীয় স্বীয় কার্য দ্বারা পরিচালিত হইয়া শারীরিক কার্য্য সকল সম্পাদন করিতেছে। এই দশ বায়ুর মধ্যে আবার প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান, এই পাঁচটি বায়ুই প্রধান। এই পঞ্চবায়ুর মধ্যেও আবার যৎকথিত প্রাণ ও অপান এই বায়ুদ্বয়ই প্রধানতম, কেননা, এই দুইটিই শরীরের শ্রেষ্ঠকার্য্য সকল সম্পাদন করিয়া থাকে। হৃদয়ে প্রাণ, গুহ্যদেশে অপান, নাভিমণ্ডলে সম্মান, কণ্ঠে উদান এবং সর্ব্বদেহে ব্যান সঞ্চারিত হইয়া স্বীয় স্বীয় কর্ম্ম নিষ্পাদন করিতেছে। নাগ প্রভৃতি দেহস্থ পঞ্চবায়ুর মধ্যে নাগের কর্ম্ম উদগার, কূর্ম্মের উন্মীলন (প্রসারণ ও সঙ্কোচ), কৃকরের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা, দেবদত্তের জড়ন ও ধনঞ্জয়ের কর্ম্ম হিক্কা। যে মনুষ্য এই প্রক্রিয়া-অনুযায়ী এই দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বিদিত হইতে পারেন, তিনি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া শ্রেষ্ঠপতি লাভ করিয়া থাকেন। কি প্রকারে শীঘ্র যোগসিদ্ধি লাভ হয়, তাহা কহিতেছি। ইহা জ্ঞাত হইলে সাধকরা যোগসাধন-বিষয়ে দুঃখ প্রাপ্ত হয় না। এ যোগবিদ্যা গুরুর নিকট হইতে লাভ করিলে বীর্যবতী হয়, গুরুপ্রদেশ ভিন্ন যোগসাধনে নিযুক্ত হইলে তাহা নির্ব্বীর্য্য কষ্টদায়ক হইয়া থাকে কাজে কাজেই তাহাতে কোন ফলই হয় না। যিনি যত্নের সহিত গুরুকে সন্তুষ্ট করতঃ তাঁহার উপদেশ-অনুযায়ী যোগসাধন করেন, তিনি শীঘ্র সেই সাধনার ফল লাভ করেন।

সুভাষচন্দ্র বসু — মানুষ, টাকাকড়ি, বাহ্যিক আড়ম্বর দিয়ে জয়লাভ বা স্বাধীনতা কেনা যায় না। আমাদের আত্মশক্তি থাকতে হবে, যা সাহসী পদক্ষেপ নিতে উৎসাহ দেবে।

রামকৃষ্ণ পরমহংস — সৃষ্টিকর্তাকে পেতে হলে ব্যায়াম করুন ও ব্রহ্মচর্য পালন করুন। খেলাধুলা করে জয়ী হবার সংগ্রামে অভ্যস্ত হোন আর পরাজয় বরণ করে নতুন উদ্যমে এগিয়ে আসুন—তা হলেই মন সৃষ্টিকর্তার সন্ধান লাভ করবে।

মাসতামামি

১ আগস্ট — দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রয়াণ ১৮৪৬
পুরুষোত্তম দাস ট্যান্ডনের জন্ম ১৮৮২

২ আগস্ট — আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্মদিন ১৮৬১
পটসড্যাম সম্মেলন সমাপ্ত হল ১৯৪৫
বার্লিন অলিম্পিকে চারটি সোনা জিতলেন জে সি ওয়েনস ১৯৩৬

৩ আগস্ট — প্রথম পারমাণবিক সাবমেরিন তৈরি করল আমেরিকা ১৯৫৮

৪ আগস্ট — কবি পি বি শেলীর জন্ম ১৭৯২
গায়ক কিশোর কুমারের জন্ম ১৯২৯

৫ আগস্ট — মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসি ১৭৭৫
লেখক মাঁপাসার জন্ম ১৮৫০
বর্ণ বৈষম্যের প্রতিবাদ করে জেলে গেলেন ম্যান্ডেলা ১৯৬২

৬ আগস্ট — হিরোসিমাতে প্রথম অ্যাটম বোম ১৯৪৫
নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর জন্ম ১৮৯৬
মঙ্গলগ্রহে অবতরণ করল নাসার রোভার ২০১২

৭ আগস্ট — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ ১৯৪১
লেখক প্রমথ চৌধুরীর জন্ম ১৮৬৮
পার্সি বাগানে প্রথম উড়ল ভারতের জাতীয় পতাকা ১৯০৬
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮৭১

৮ আগস্ট — বিশ্ব বরিষ্ঠ নাগরিক দিবস
শাস্ত্রীয় সংগীত গায়ক ভীমদেব চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়াণ ১৯৭৭
'ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু ১৯৪২

৯ আগস্ট — নাগাসাকিতে অ্যাটম বোম ১৯৪৫
ভারত ছাড় দিবস ১৯৪২
মনুমেন্টের নাম বদল করে হল শহীদ মিনার ১৯৬৯

১০ আগস্ট — রাষ্ট্রসংঘের কাছে আত্মসমর্পণ করল জাপান ১৯৪৫
ফুলন দেবীর প্রয়াণ ১৯৬৩

১১ আগস্ট — বিপ্লবী ক্ষুদিরামের ফাঁসী ১৯০৮
নোবেল প্রাপক ভি এস নইপালের প্রয়াণ ২০১৮

১২ আগস্ট — বিশ্ব যুব দিবস
বিজ্ঞানী বিক্রম সারাভাই-এর জন্ম ১৯১৯

১৩ আগস্ট — ফিদেল কাস্ত্রোর জন্ম ১৯২৬
পাকিস্তানের জাতীয় সংগীত 'কোয়ামি তারানা' প্রথম রেডিও পাকিস্তান থেকে সম্প্রচারিত হল ১৯৫৪

১৪ আগস্ট — পাকিস্তানের জন্ম ১৯৪৭
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতাঞ্জলি' প্রকাশিত ১৯১০

১৫ আগস্ট — কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের জন্ম ১৫ আগস্ট, ১৯২৬
ভারতের স্বাধীনতা ১৯৪৭
ভারতের পিনকোড চালু হল ১৯৭২

১৬ আগস্ট — সাইপ্রাসের স্বাধীনতা ১৯৬০

১৭ আগস্ট — শিক্ষাবিদ উইলিয়াম ক্যারির জন্ম ১৭৬১

১৮ আগস্ট — রামতনু লাহিড়ির প্রয়াণ ১৮৯৮
খড়্গপুর আই আই টি কলেজ চালু হল ১৯৫১ (উদ্বোধন করেন মৌলনা আবুল কালাম আজাদ)

১৯ আগস্ট — মহাজাতি সদনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৩৯
কলকাতা টাকশালে প্রথম পয়সা তৈরি শুরু ১৭৫৭
নাট্যকার ও অভিনেতা উৎপল দত্তের প্রয়াণ ১৯৯৩

২০ আগস্ট — ফুটবলার গোষ্ঠবিহারী পালের জন্ম ১৮৯৬
ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর জন্ম ১৯৪৪

২১ আগস্ট — নাট্যকার শম্ভু মিত্রের জন্ম ১৯১৫
বন সংরক্ষন আইন চালু হল ১৯৭২

২২ আগস্ট — গান্ধীজির নেতৃত্বে বিদেশী পোষাক বর্জনের জন্য আন্দোলন শুরু ১৯২১
গায়ক দেবব্রত বিশ্বাসের জন্ম ১৯১১

২৩ আগস্ট — চাঁদের কক্ষপথ থেকে পৃথিবীর প্রথম ছবি পাঠালো লুনার অরবিটার-১-১৯৬৬
মায়ানমার গদ্দাফি সিংহাসনচ্যুত ২০১১

২৪ আগস্ট — ন্যাটো তৈরি হল ১৯৪৯
ইয়াসের আরাফতের জন্ম ১৯২৯
গায়ক কৃষ্ণচন্দ্রদের জন্ম ১৮৯৩
কলকাতায় কারখানা নির্মাণ করলেন জব চার্ণক ১৬৯০

২৫ আগস্ট — আজাদ হিন্দ ফৌজের দায়িত্ব নিলেন সুভাষ চন্দ্র বোস ১৯৪৩

২৬ আগস্ট — মাদার টেরেসার জন্ম ১৯১০
কলকাতায় রেডিও সেন্টার চালু হল ১৯২৭
অভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯২০

২৭ আগস্ট — জার্মান দার্শনিক হেগেলের জন্ম ১৭৭০
বিশ্বে প্রথম জেট এয়ারক্র্যাফ্ট চালু হল ১৯৩৯

২৮ আগস্ট — বীমা ব্যবসার রাষ্ট্রীয়করণ নিয়ে বিল পাস ১৯৭২
মহম্মদের কন্যা ফতেমার প্রয়াণ ৬৩২ খ্রীঃ

২৯ আগস্ট — বিশ্ব ক্রীড়া দিবস
কবি নজরুল ইসলামের প্রয়াণ ১৯৭৬
হকির যাদুকর ধ্যানচাঁদের জন্ম ১৯০৫

৩০ আগস্ট — বিপ্লবী কানাইলাল দত্তের জন্ম ১৮৮৮
ঐতিহাসিক বিপিন চন্দ্রের প্রয়াণ ২০১৪

৩১ আগস্ট — মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের জন্ম ১৫৬৯
ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণ ২০২০

পৃষ্ঠা-৪

বড় শহরে কেবল CO_2 নয়, ভয় বাড়াচ্ছে NO_2

নিজস্ব প্রতিনিধি-ভারতের বড় বড় নগরে কার্বন ডাই অক্সাইডের (CO_2) মাত্রাতিরিক্তভাবে বেড়ে যাওয়ার কথা সকলেরই জানা। প্রত্যেক বছরেই শীতের সময় দিল্লির বায়ুদূষণ সমস্ত খবরের কাগজে ও অন্যান্য গণমাধ্যমের শিরোনামে থাকে। কিন্তু গ্রীনপিস নামক এক সংস্থার নতুন রির্পোটে জানা যাচ্ছে যে, কেবল CO_2 নয় বাতাসে, নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড (NO_2) বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা নতুন করে মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই NO_2 একটা বিপদজনক পদার্থ। বাতাসে বেশি NO_2 থাকলে সমস্ত বয়সের মানুষকেই বিপদে ফেলতে পারে। শরীরের রক্ত চলাচলে বাধা আসতে পারে, বাধা হতে পারে শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়ার ক্ষেত্রে। অনেকের মস্তিষ্কেও সমস্যা হতে পারে এবং বহু মানুষের আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে যেতে বাধ্য হন। এমনকী এর ফলে মৃত্যুও হতে পারে।

এই NO_2-এর উৎস কোথায়?

বাতাসে NO_2 বেড়ে থাকার মূল কারণ হল পেট্রোলিয়ামজাত তেলের ব্যবহার। যানবাহন চলাচলে বাতাসে NO_2 বাড়ে। বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী ইউনিট এবং বহু কলকারখানাও হল এই NO_2-এর জন্মদাতা। অর্থাৎ বোঝা যায় বড় বড় শহরে এবং যেখানে কলকারখানা বেশি, যান চলাচল বেশি সেইখানেই বাতাসে NO_2-এর বৃদ্ধি হবে।

ভারতের বড় বড় নগরের বাতাসে NO_2-এর পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত। 'গ্রীনপিস'-এর গবেষণায় দেখা গেছে এপ্রিল ২০২০ তুলনায় এপ্রিল ২০২১-এ দিল্লির বাতাসে NO_2-এর পরিমাণ বেড়েছে ১২৫%। এছাড়া মুম্বাইতে বেড়েছে ৫২%। বেঙ্গালুরুতে ৯০%, হায়দরাবাদে বৃদ্ধির পরিমাণ ৬৯% এবং চেন্নাইতে এই বৃদ্ধি ৯৪%। আবার বড় শহর কলকাতাতে এর বৃদ্ধি তুলনায় কম, যা হল ১১%। এদিকে লক্ষ্ণৌতে বেড়েছে ৩২%। এই এক বছরে এত পরিমাণ NO_2-এর পরিমাণ বৃদ্ধি অবশ্যই মানবজীবনে ভয়ের কারণ। এই পরিবেশ দূষণ অবশ্য উন্নয়নের সাথেই জুড়ে আছে বলে অনেকে মনে করেন।

তবে একটা দিক হল 'গ্রীনপিস' সংস্থার, এই রিপোর্ট হল ২০২০-এর এপ্রিল মাসের ওপর ভিত্তি করে। গত ২০২০ এর এপ্রিল মাসে লকডাউনের কারণে যান চলাচল, কলকারখানা ইত্যাদি খুবই কম ছিল, তাই বাতাস অনেক নির্মল ছিল। তুলনায় ২০২১-এ এপ্রিলে আর্থিক কাজকর্ম অনেক বেশি ছিল। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ তখন তুঙ্গে ছিল না। তাই ২০২০ এপ্রিল এর সঙ্গে ২০২০ এপ্রিলের তুলনা করায় বাতাসে NO_2-এর বৃদ্ধি বেশি করে প্রতিফলিত হয়েছে। তবে 'গ্রীনপিস'-এর গবেষণা অবশ্যই সরকারকে আরও সচেতন হতে সাহায্য করবে এবং তার ফলে সরকারও অন্যান্য সংস্থা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে আশা করা যায়। এছাড়া সাধারণ মানুষকেও এই ব্যাপারে সচেতন হতে হবে।

শিক্ষায় অসাম্য আরও বেড়েছে—কমানোর একটা প্রক্রিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি-যদি কোন সাধারণ মানুষকে জিজ্ঞেস করা যায় অতিমারিতে মানুষের অপূরণীয় ক্ষতি কী? অধিকাংশ মানুষই বলবেন বহু মানুষের জীবন। এটা ঠিক এই অতিমারিতে বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। নিজের অন্যান্য অসুস্থতা ছিল তারা হয়তো সেভাবেই আরো বেশিদিন বাঁচতেন। করোনায় প্রাণ গেল। কিন্তু আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র যেখানে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে, তা হল শিক্ষাক্ষেত্র। দেশের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই বহুদিন ধরে শিক্ষাঙ্গন থেকে দূরে। ভাগ্যবান কিছু অংশের কপালে জুটেছে নেটের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলে তাদের ভবিষ্যৎ গড়ে জীবনে দাঁড়ানো কঠিন থেকে কঠিনতর হবে। তাই দেশের পরিচালকদের এবং শিক্ষাবিদ্দের এই বিষয়টিকে ভাল করে গুরুত্ব দেওয়ার সময় এসেছে।

সমস্ত স্কুলেই ইন্টারনেট যুক্ত করা সময়ের দাবি

এটা অনেকেই আলোচনা করছেন যে অতিমারির আগে বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো বলতে ভাল বিল্ডিং, খেলার মাঠ, লাইব্রেরি, পরিচ্ছন্ন টয়লেট, পানীয় জল ইত্যাদিকে বোঝাত। কিন্তু অতিমারি দেখাল নতুন একটা জিনিস। তা হল সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ইন্টারনেট যোগাযোগ অর্থাৎ অনলাইন যুক্ত কম্পিউটারের মাধ্যমে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা এবং এর সাথে ছাত্রছাত্রীদের এই ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা থাকা দরকার। কেননা, আজ দেখা যাচ্ছে বিদ্যালয়ের ফিজিক্যাল পরিকাঠামো যতই ভাল থাক, শিক্ষক-শিক্ষিকা যত ভাল করেই পড়ান, ইন্টারনেট যুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতি না থাকলে শিক্ষালাভ সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হতে বাধ্য।

কীভাবে ইন্টারনেট যুক্ত করা হবে

কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে নিজস্ব ন্যাশানাল ব্রডব্র্যান্ড মিশন—এর মতো পথ খোলা। এছাড়া আছে BSNL এর নেটওয়ার্ক ও আরও অন্যান্য পরিষেবা দেওয়ার মত সংস্থা। আগামীদিনে 5G ব্যবস্থা আসতে চলেছে। সরকারের যদি সদিচ্ছা থাকে তবে দেশের সমস্ত বিদ্যালয়ে এবং সরকারি অফিসে তা সেগুলো যত প্রত্যন্ত অঞ্চলেই হোক না কেন সে জায়গাতেই ইন্টারনেট যোগাযোগ করা সম্ভব। অনেক শিক্ষাবিদ বলছেন, যেমন যে অংশের পড়াশোনা ইন্টারনেটের মাধ্যমে সম্ভব তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার পর প্রতিষ্ঠানে হাজির হয়ে যেটুকু ইন্টারনেটের মাধ্যমে সম্ভব নয়, তা হাতে কলমে শেখানের ব্যবস্থা করা দরকার।

এই ব্যাপারে ২টি বড় অর্থনৈতিক এবং নিরাপত্তা বিষয়ও জড়িত

প্রথমটি হল ভারতের আগামী দিনে বিশ্ব অর্থব্যবস্থায় এগিয়ে যাওয়ার কথা অনেকেই বলেন। এর অন্যতম কারণ হল আগামীদিনে ভারতের ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড অনেক বেশি হবে। এর অর্থ হল ভারতের জনসংখ্যার অধিকাংশই যুবক বা কর্মক্ষম। অর্থাৎ মোট শিশু-বালক বা বৃদ্ধের তুলনায় কর্মক্ষম মানুষের অনুপাত বেশি। অর্থাৎ অর্থনৈতিক ক্রিয়া কলা নির্ভরশীল মানুষের তুলনায় কর্মক্ষম মানুষ বেশি। এই অবস্থায় জাতীয় আয় বেশি হওয়ার সুযোগ থাকে। এই সুবিধা যে দেশের থাকে, সে দেশ বেশি উন্নতি করতে পারে অন্য দেশের তুলনায়।

কিন্তু বিষয় হল এই যুবক বা কর্মক্ষম ব্যক্তি যদি শিক্ষিত না হয় তবে তারা বেশি উৎপাদনশীল হবে না। বিপরীতে তারা সমাজের দায় হয়েও উঠতে পারে। তাই দেশের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে এখুনি শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির কথা ভাবতে হবে।

দ্বিতীয়ত, অনেকেই জানেন সরকারি ক্ষেত্রে BSNL ধুঁকছে। এরজন্য মূলত সরকারি নীতিই দায়ী বলে বহু বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। এই সুযোগে এই সরকারিক্ষেত্রকে সহজেই কাজে লাগিয়ে দেশের ভাল করা এবং ঐ সংস্থাটির পুনরুজ্জীবন ঘটানো যাবে। দেশের নিরাপত্তার বিষয়টিও জড়িত।

ভারতে ১৫ লক্ষ স্কুল বন্ধ, ২৫ কোটি ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যত অনিশ্চিত

ইউনিসেফ-এর সম্প্রতি রিপোর্টিংয়ে বলা হয়েছে ভারতে প্রায় ১৫ লক্ষ বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেছে। এর ফলে প্রায় ২৫ কোটি ছাত্রছাত্রীর শিক্ষালাভে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। তবে এই বিষয়ে কবে যে সমাধানের সুযোগ আসবে এবং কীভাবে আসবে তা নিয়েও ঘোর অনিশ্চিয়তা।

বাৎসরিক বাজেট ঃ মানুষের হাতে নগদ দেওয়ার চেষ্টা

কিশোরকুমার বিশ্বাস

গত ৭ জুলাই বাৎসরিক বাজেট পেশ হল পশ্চিমবঙ্গের। রাজ্যে বিধানসভার ভোট থাকার জন্য আগে পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করা যায়নি। নিয়মমাফিক খরচ চালানোর জন্য মূলত ভোট অন অ্যাকাউন্ট করা হয়েছিল। তাই এই ৭ জুলাই পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করা হল।

ঘোষণা অনুযায়ী সামাজিক ক্ষেত্রে ১৮,৬৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর ফলে পূর্ব ঘোষিত বেশ কয়েকটি পরিকল্পনা রূপায়ন করার জন্য অর্থ যোগান দেওয়ার ঘোষণা আছে। আগামী পাঁচ বছরে বিপুল টাকার লগ্নির আশা করা হয়েছে বাজেটে এবং দেড় কোটি নতুন কর্ম সংস্থানের কথা আগে ঠিক মতো বাস্তবায়িত হলে রাজ্যের অর্থব্যবস্থার বিপুল উন্নতি হবে।

আগেই ঘোষিত 'কৃষকবন্ধু', 'লক্ষীভান্ডার' প্রভৃতি প্রকল্পের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে বাজেটে। এগুলো নির্বাচনী ইস্তাহারে তৃণমূল কংগ্রেস প্রকাশ করেছে। বাজেট পেশের পর সাংবাদিকদের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কৃষি এবং তার সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বহু টাকা ব্যয় করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে বাজেটে এবং সামাজিক ক্ষেত্রগুলোতেই বিশেষভাবে অর্থবরাদ্দ করা হয়েছে। তবে এটা জানা যাচ্ছে যে বাজেটের আকার বেশ বড় হয়েছে। কারণ, গত অর্থ বছরে, অর্থাৎ ২০২০-২১ এ মোট বাজেট বরাদ্দ ছিল ২.৫৫ লক্ষ কোটি টাকা। কিন্তু এবারে, অর্থাৎ ২০২১-২২-এর রাজ্য বাজেটের বরাদ্দ ৩.০৮ লক্ষ কোটি টাকা।

কিন্তু এত টাকা আসবে কোথা থেকে বিশেষ করে এই অতিমারির প্রকোপের সময়? আসলে এই রাজ্য সরকার মনে করে এই অবস্থাতেও রাজ্যের আয় বাড়বে যথেষ্ট। গত বছরের তুলনায় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে অনুদান প্রায় দ্বিগুন হবে বলে রাজ্য সরকারের আশা। গত বছরে প্রাপ্ত অনুদান ছিল (সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুযায়ী)

৩০,৯৮৩ কোটি টাকা। এবারে তা হতে পারে ৫৬, ৫৮৩ কোটি টাকা। তাছাড়া রাজ্যের নিজস্ব আয়ও প্রায় ২৫% বাড়ার লক্ষ্য স্থির আছে। গত অর্থবছরে তা ছিল ৬০, ৬৬৯ কোটি টাকা। এই বছরে তা বেড়ে হতে পারে ৭৩,৬০৩ কোটি টাকা।

কিন্তু এখানে কিছু চিন্তার কারণ আছে। প্রথমত, আয় বৃদ্ধির হিসাবটা যদি না পূরণ হয়, অর্থাৎ সমস্যা হবে যদি রাজ্যের উৎপাদন আশানুরূপ না বাড়ে। সেক্ষেত্রে কিন্তু বাজেটের হিসেব নাও মিলতে পারে। সেহেতু দেশ আজ এক কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চলছে। রাজস্ব আদায় এবং রাজকোষ ঘাটতি কিন্তু চিন্তার কারণ হতে পারে। তবে এই রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রায় ৬০ হাজার কোটি বকেয়া টাকা এখনও পায়নি বলে সংবাদে জানা গেছে। সেই টাকা পেলে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। এছাড়া পেট্রোলিয়াম তেলের দাম অনেক বেশি হওয়ায় রাজ্য সরকারের তেল বিক্রির ফলে করের পরিমাণও বেশিই হবে। এছাড়া ঋণ করার পরিমাণ বাড়ানোর জন্য অনুমোদন পেতে অসুবিধা হবে না।

অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে

অতিমারির ফলে প্রথম ধাক্কা লাগে মানুষের জীবিকায়, ফলে আয় কমে যায়। দেশে চাহিদার ঘাটতি হয়। চাহিদা না থাকলে উৎপাদন ব্যবস্থা চালু হওয়া কষ্টকর। তার ফলে কাজের জন্য মানুষের এবং শ্রমিকের বাজারের চাহিদা কমে এবং তার ফলে আবার লোকের হাতে আয় আসে না। এইভাবে এক দুষ্টচক্রের সৃষ্টি হয়। তাই এ চক্র ভাঙতে গেলে কী করতে হবে? খোলা বাজারের ওপর নির্ভর করা চলবে না। অর্থনীতিবিদ জন কেইনস বলে গেছেন, মানুষের হাতে ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতে হবে। কীভাবে? হাতে অর্থ দাও যে কোনওভাবে। এমনকি উৎপাদনমুখীভাবে না হলেও। তাই এই অতিমারিতে দেশের অর্থব্যবস্থা আবার চাঙ্গা করতে গেলে অর্থনীতিবিদ্রা বলছেন, মানুষের হাতে অর্থের যোগান বাড়াতে হবে। কিন্তু ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার উল্টো দিক থেকে ভাবছে। যদি কলকারখানা চালু রাখা যায় আর্থিক সুবিধা দিয়ে তবে শ্রমিক বা কর্মচারীদের নিয়োগ বাড়বে। ফলে তাদের আয় বাড়বে, বাড়বে বাজারে চাহিদা। কিন্তু এই পদ্ধতিতে যুক্তির ফাঁক আছে। আগে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতে হবে। তবে বাড়বে চাহিদা। সেই চাহিদা পূরণের জন্য কলকারখানায় উৎপাদন বাড়তে পারে, বাড়তে পারে শ্রমিক নিয়োগ।

তাই মানুষের হাতে আগে অর্থ যোগান করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের বার্ষিক বাজেটে তাই মানুষের হাতে নিরপেক্ষভাবে এবং কিছুটা শর্ত সাপেক্ষে অর্থ যোগান দেওয়ার কথা ভাবা হয়েছে। যেমন—'লক্ষীভাণ্ডার' প্রকল্পে সমস্ত পরিবারের প্রবীণতম মহিলাদের ৫০০ টাকা করে প্রতি মাসে ভাতা দেওয়া হবে। আবার এস সি, এস টি পরিবারে ওই মহিলা পাবে ১০০০ টাকা প্রতি মাসে। প্রায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ মহিলাদের টাকা দেওয়া হবে যার জন্য বছরে মোট ১১ হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ করা হয়েছে।

এই উদ্দেশ্যেই 'কৃষকবন্ধু' প্রকল্প এবং ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাতে ঋণের বন্দোবস্ত প্রভৃতি প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে। এসবের উদ্দেশ্য বাজারে চাহিদা বাড়ানো এবং মানুষের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি। বিরোধী পক্ষ অবশ্য বলছেন এ বাজেট প্রচারমুখী, কাজমুখী নয়।

স্বামীজীর মত-ই রাহুগ্রস্থ ভারত মুক্তির পথ

জয়ন্ত ঘোষ

ভারতের জনসাধারণকে যদি আত্মনির্ভরশীল হতে শেখানো না যায়, তবে জগতের সমগ্র ঐশ্চর্য ঢেলে দিলেও দেশের একটি ক্ষুদ্র গ্রামের পক্ষেও তা পর্যাপ্ত সাহায্য হবে না। সবসময় তোমাদের এটা মনে রাখা বিশেষ দরকার যে প্রত্যেক জাতকে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ নিজ চেষ্টায় নিজেকেই উদ্ধার করতে হবে। জানবে, স্বাধীনতাই উন্নতির প্রথম এবং প্রধান শর্ত। যেমন মানুষের চিন্তা করার স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা, তেমনি আহার করার, পোষাক-পরিচ্ছদ পরার, বিবাহ বা অন্যান্য সকল বিষয়েই স্বাধীনতা প্রয়োজন—তবে মনে রেখো এই স্বাধীনতা যেন অপরের অনিষ্ট না করে। স্বাধীনতা আর স্বেচ্ছাচারিতা এক নয়। শৃঙ্খলমুক্ত ভারতবাসীদের তাই সবার আগে শৃঙ্খলাপরায়ণ হতে হবে। নচেৎ রাহুগ্রস্থ ভারতের আজকের যে দশা চলছে অদূর ভবিষ্যতে তার চেয়েও ভয়ঙ্কর অবস্থা আসতে চলেছে।

আজ এই বিশ্বায়নের যুগে, ডিজিটাল প্রযুক্তির বৈপ্লবিক কালে জাগ্রত জনতার অচেতন সময়েও বিবেকানন্দ যে কী ভীষণ প্রাসঙ্গিক, তা দেখে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। উন্নয়ন নিয়ে যখন চারিদিকে একটা হইচইভাব চলছে, তখন স্বামী বিবেকানন্দ এ ব্যাপারে কি বলছেন? জেনে নেওয়া যাক্ তাঁর মতে উন্নয়নের অর্থই হল স্বাবলম্বী হওয়া, আর এর মাধ্যম হল সশক্তিকরণ অর্থাৎ এমপাওয়ারিং। শিল্পপতিকে টেনে এনে বিনিয়োগ করানো আর সরকারি আর্থিক প্যাকেজ খাইয়ে দেওয়া রাজনীতি দিয়ে আর যাইহোক উন্নয়ন হয় না। কারণ বিবেকানন্দের মতে উন্নয়নের গতিশক্তি আসবে জনগণের ভিতর থেকেই। এইজন্যই প্রচুর কেন্দ্রীয় সাহায্য পেয়েও নাগাল্যান্ড, মিজোরাম ও মেঘালয়ের মতন কেন্দ্রশোষিত রাজ্যগুলির তেমন বিশেষ উন্নতি হয়নি। অথচ সংখ্যালঘু হয়েও পার্সি-শিখ-জৈনরা রীতিমতো অগ্রসর, কারণ তাঁদের উন্নয়নের গতিশক্তি সৃষ্টি হয়েছিল তাঁদের মধ্যে থেকেই।

দেখতে পাই কী তত্ত্বে কী প্রয়োগে স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন আপাদমস্তক স্বাধীনতার পূজারী। জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্কস সারা বিশ্বকে দিয়েছিলেন তাঁর বিখ্যাত সমাজতান্ত্রিক মানিফেস্টো। তার পরিণতি কি হয়েছে রাশিয়া, রুমানিয়া এসব দেশের দশা দেখলেই আজ সবার কাছে সুস্পষ্ট। আমাদের দেশে স্বাধীনতার পর প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, সংবিধান রচয়িতা বাবাসাহেব ডাঃ ভীমরাও আম্বেদকর ও দেশবরেণ্য পরিসংখ্যানবিজ্ঞানী শ্রীপ্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশ দেশকে দিয়েছিলেন উন্নয়নের পথ নির্দেশিকা। ফল কি দাঁড়াল? পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সমাজতান্ত্রিক ভাবনা ৪০-৪২ বছর বাদে এসে সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে গেল। প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশের অনেক পরিগণনার ফসল পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মডেলগুলি ভ্রান্ত প্রয়োগ তত্ত্বের ফলে মুখ থুবড়ে পড়ে ছিল আর আম্বেদকরের স্বপ্নের সংবিধান স্বাধীনোত্তর ভারতের নেতাগণ ৭০ বছরে সংশোধনের সেঞ্চুরি করে ফেলেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বারবার মানুষ গড়ার কথা বলেছেন—মানুষ চাই মানুষ। আর সব হয়ে যাবে। ডাক দিচ্ছেন—এসো মানুষ হও। আশ্চর্য কোনও সিস্টেম-স্ট্রাকচার নয়, তিনি মানুষকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। আসলে আমরা একটা কথা প্রায় ভুলেই যাই যে, পরিকাঠামো বা পদ্ধতি ব্যবস্থা যত ভালোই হোক না কেন আসলে সেগুলি মানুষই পরিচালনা করে থাকেন। সুতরাং ব্যবস্থা কেমন চলবে সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ নির্ভর করে মানুষের উপরই। পরিচালক হিসেবে মানুষ যদি ভালো না হয়, তবে কোনো সিস্টেমই ঠিকমতো চলে না, চলতে পারেও না। সেইজন্যই ফরাসি বিপ্লবের পর দেখা যায় নেপোলিয়ন বোনাপার্টকে, রুশ বিপ্লবের পর যোসেফ স্তালিনকে, ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ লেনিনকে।

বিশ্বায়নের যুগে আমরা চাইছি নতুন সভ্যতার আলোকে—'নতুন ভারত' গড়ে তুলতে। কিন্তু আমরা কি আদৌ যোগ্য এই কাজের জন্য? আমাদের মানসিকতা কি আদৌ প্রস্তুত এর জন্য? আমাদের প্রকৃত সামাজিক দায়বদ্ধতাই বা কতটুকু? এসব নিয়ে ভাববার সময় এসেছে বৈকি। আজ ছাত্ররা পড়াশুনা করছে তাঁদের কেরিয়ার গড়ে তুলতে। কিন্তু নিম্নমানের রাজনীতি তাঁদের বেপথে নিয়ে যাচ্ছে। তৈরি হচ্ছে না কোন প্রকৃত মান-হুঁশ সম্বলিত দেশনেতার। সাধারণ কর্মীরা অর্থ আর পদের প্রতিই বেশি আগ্রহী। ফলে সৃষ্টি হচ্ছে অনাবশ্যক দুর্নীতির। নেতারা প্রচণ্ড ক্ষমতালোভী। তার জন্য দেশের কোন ভালো কাজ রূপায়ণ করা যাচ্ছে না। বছর বছর কোটি কোটি টাকার শ্রাদ্ধ করেও দেশের কোন মঙ্গলই হচ্ছে না। আসলে দেশপ্রেম বা দেশাত্মবোধ কতটুকু আছে আমাদের? এই মুহূর্তে দেশের সামনে কোন ইতিবাচক অর্থনৈতিক পরিকাঠামোই নেই। ব্যাঙ্কগুলি দুর্নীতিগ্রস্থ হয়ে অসাধু ব্যবসায়ী শিল্পপতিদের কাছে বিনা জামানতে অজ্ঞাত সুপারিশে ঋণ দিয়ে দেশের আর্থিক পুঁজিকে নষ্ট করে ফেলেছে? সরকারী কর্মীরা তাঁদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন না করায় রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলি আজ সম্পূর্ণ ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। অথচ সেই শিল্পই বেসরকারীকরণ হলে কোন এক জাদুবলে চাঙ্গা হয়ে উঠছে! সেই কারণে তাবড় তাবড় দেশনেতারা আজ পুঁজি রক্ষার নিষ্ফল প্রচেষ্টায় সবকিছু বেচে দেওয়ার পক্ষপাতী। তাঁরা খরচকে এতটাই বাড়িয়ে ফেলেছেন যে, তাঁদের কাছে অন্য কিছু বিকল্প ব্যবস্থা আছে বলে বুঝতেই পারছেন না। অথচ কোনোরকম প্রাকৃতিক রসদ ছাড়াই, এমনকি পানীয় জল না থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র দেশবাসীদের কর্মনিষ্ঠায় জাপান ও ইজরায়েল আজ বিশ্বশক্তির এক অগ্রণী দেশ। শুধুমাত্র দেশপ্রেমের জন্যই ফ্রান্সও আজ অগ্রণী শক্তির দেশ আর ব্রিটিশরা তো সারা জগতের প্রভুত্বই করেছেন তাঁদের একাত্মতার মন্ত্রে।

কী অসাধারণ প্রজ্ঞা ছিল স্বামী বিবেকানন্দের! তাই তো তিনি বারবার বলেছেন—মানুষ চাই মানুষ। দেশে কলকারখানা শিল্প অনেক গড়েছি আমরা কিন্তু নতুন যুগের উপযোগী নতুন মানুষ কি তেমনভাবে গড়ে তুলতে পেরেছি? মানুষ তৈরি ও জাতিগঠন ব্যাতীত দেশ গঠন যেন সোনার পাথরবাটির দিবাস্বপ্ন দেখা। সবচেয়ে বড় কথা হল—আপনি আমি আমরা সবাই কি করছি? সমাজে আমাদের সকলের অবদান কি? নিজেরা বস্তুত কিছুই করবো না অথচ অপরের সমালোচনা করতে ছাড়বো না। এ কোন ধরনের মানসিকতা?

তাহলে স্বামী বিবেকানন্দ কোন ধরনের মানুষের কথা বলছেন? তিনি বলছেন---মানুষের দুটি সত্ত্বা। ব্যক্তিসত্ত্বা ও সামাজিক সত্ত্বা। ব্যক্তিসত্ত্বায় অন্তর্নিহিত দেবত্বের প্রকাশ চাই। মানুষের ভিতর তিনটি প্রবণতা থাকে—পশুত্ব, মনুষ্যত্ব আর দেবত্ব। পশুত্বের স্বভাব হল ছিনিয়ে নেওয়া। মনুষ্যত্বের স্বভাব হল ভাগ করে খাওয়া। আর দেবত্বের প্রকাশ হল অপরকে দিয়ে তারপর নিজে খাওয়া। যা দেখা যায় সংসারের মায়েদের মধ্যে। বিবেকানন্দ মানুষের ব্যক্তিসত্ত্বায় এই দেবত্বকেই ফুটিয়ে তোলার নাম দিয়েছেন---ধর্ম। লক্ষ্যনীয় ব্যাপার যে, অত্যন্ত বিদ্বান হওয়া সত্ত্বেও ওসামা বিন লাদেন বা মহম্মদ আলি জিন্না এঁনারাও তাঁদের আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু করেছিলেন ধর্মকে অর্থাৎ আচরিত ধর্মকে। তাই তাঁরা তাঁদের অভীষ্ট লাভে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কারণ ধর্ম মানে রিলিজিয়ন আর আধ্যাত্মিকতা মানে স্পিরিচুয়ালিটির মধ্যে প্রচুর ফারাক রয়েছে। প্রথমটি আচার অনুষ্ঠান বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে আর দ্বিতীয়টি আধ্যাত্মিকভাবে ভিত্তি অনুভূতি ও মতাদর্শ অতিক্রমী চেতনায়। এই দুয়ের সূক্ষ ফারাক বুঝতে না পারার কারণেই যত সমস্যা যত বিপত্তি!

কবিতা

একজন খেটে খাওয়া মানুষের রোজ নামচা

শর্মিলা ভট্টাচার্য্য

নদীর ধারে ছোট্ট কুটির, হেথায় মোদের বাস,
গরম ভাতে, নরম কাঁথায়, সুখেরই আশ্বাস।।
দিনের বেলা ধানের ক্ষেতে, কাজের টানে যাই,
কাস্তে নিড়ানিতে মোড়া, বিপ্লব শানাই।।
দুপুর বেলা গরম ভাতে, কুমড়োর তরকারী,
সুখের ভেলায় ভাসি মোড়া, হাসতে নাহি ছাড়ি।।
সাঁঝের বেলায় ঘরে ফিরে, তোর শরীরের ওম,
তোর সোহাগে, তোর আদরে, সুখটা কি সে কম?
এমনিভাবে যায় যদি দিন, কষ্টটা মোর কি সে,
থাক না অভাব, থাক না দুঃখ, সুখটা থাকবে মিশে।।
তোর আমারই রূপকথাতে, ভাগ নেই তো কারও,
হোক না হেথায়, অন্য কারও, রূপকথারই শুরু।।

আর নেওয়া যায় না

অনির্বাণ কর

চেনা মানুষেরা একে-একে যেতে শুরু করেছে
চোখের জল শুকিয়ে আসছে
কথা নেই।

ভেতরটা জ্বলছে
আর নেওয়া যায় না
করোনা আরো একটা প্রাণ কেড়ে নিল।

এক বছরের ওপর এক অন্তহীন যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে চলেছি
আমরা
তাকে আরো বাড়িয়ে দিলেন?
রোগের সাথে আমাদের বসত করা
কীএমন ক্ষতি হোতো প্রতিষেধকটা নিলে?
কীএমন দোষ করেছিলাম আমরা?
কারুর দাদা, কারুর ভাই, কারুর বন্ধু হয়ে বেশতো ছিলেন
সুখে-দুঃখে আমাদের দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল—
দিন কেটে যাবে, কাটতেই হবে, কালের নিয়ম।
কিন্তু মনের শূন্যস্থান পূর্ণ করবে কে?

(রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র ল্যাবরেটরি টেকনিসিয়ান
*গৌর হরি বক্সির স্মরণে।)

পরদেশি বন্ধুকে

কবিতা ভট্টাচার্য্য

তুমি ভিনদেশি এক পাখি
কবি না অকবি জানিনা তো।
বলেছিলে একদিন মানুষই কবি
আসব তোমার দেশে দেখব
তোমার মাথার বেনী, খোঁপা
তোমার শাড়ির আলনা
দেখব তোমার মুক্ত আকাশ
জন্মদিনে রান্না হবে
ইলিশ ভাত,
আমি বলি এমন
করে হয় কবিতা?
কোথাও যে নেই অন্তমিল
বল্লে তুমি এই যে তোমার
তুমি আমি আমরা সবাই
মানুষেরই কবি।

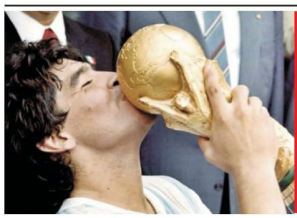

স্টেডিয়াম

ইউরো চ্যাম্পিয়ন ইতালি, ইংল্যান্ডের স্বপ্নভঙ্গ

জয়ের আনন্দে মাতোয়ারা ইতালির খেলোয়াড়রা

লন্ডন-ঐতিহাসিক ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে ইতালিকে হারিয়ে প্রথমবার ইউরোপের সেরা হওয়ার আশা অধরাই থেকে গেল ইংল্যান্ডের। ট্রাইব্রেকে দুটো শট রুখে দিয়ে রাতারাতি জয়ের নায়ক হয়ে গেছেন গোলকিপার জানলুইজি ডোনারুম্মা। ট্রাইব্রেকারে ৩-২ জয়ী ইতালি। ম্যাচ শুরুর দু মিনিটের মধ্যেই বা পায়ের ভলিতে অনবদ্য গোল করে ইংল্যান্ডের তারকা লুকশ। অসাধারণ গোলটি দেখে গ্যালারিতে বসে থাকা ডেভিড বেকহ্যাম, টম ক্রুজ লাফিয়ে ওঠেন উল্লাসে। রবেতো মানচিনির কোচিংয়ে ইতালির খেলায় এসেছে নতুন ছন্দ। তেমনি গ্যারেথ সাউথগেটও বদলে দিয়েছে ইংল্যান্ডের দলটাকে। অনেক বেশি বৈচিত্র্য এসেছে ইংল্যান্ডের ফুটবলে। একটা সময় গোটা ইংল্যান্ড দলটাকে বোকা বানিয়ে দিয়েছে ইতালি। মনে হচ্ছিল এই ইতালিকে ধরে রাখা খুবই কঠিন। দ্বিতীয়ার্ধেও ইংল্যান্ড প্রথম দিকে দারুণ ফর্মে ছিল। ৬৭ মিনিটে সমতা ফেরাল ইতালি। নেপথ্যে ছিলেন অভিজ্ঞ বোনুচ্চি। কর্ণার থেকে আসা বল গোলে ঠেলে দেয় বোনুচ্চি।

চাহারের মুন্সীয়ানায় সিরিজ জিতল ভারত

চাহারের অনবদ্য ব্যাটিং

শ্রীলঙ্কা-এতদিন যিনি বোলার হিসেবে ম্যাচ জেতানোর কাজটা করতেন এবার সেটা দীপক চাহারের মুন্সীয়ানাতে সিরিজ জিতল ভারত। ভারতের ব্যাটিং বিপর্যয়ের মাঝে ব্যাট হাতে শ্রীলঙ্কাকে শাসন করে গেলেন একাই। শেষ পর্যন্ত পাঁচ বল বাকি থাকতে ২০ জুলাই তিন উইকেটে ম্যাচ এবং সিরিজ জিতল ভারত। দীপক চাহার ৮২ বলে ৬৯ রান করে অপরাজিত থাকলেন। টি-২০ বিশ্বকাপের আগে শ্রীলঙ্কা সফরই ভারতের কাছে শেষ সিরিজ। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের লক্ষ্য এই সিরিজেই ক্রিকেটারদের দেখে নেওয়া। টপ অর্ডারের ব্যর্থতা ঢেকে দুর্দান্ত জয় এনে দিলেন দীপক চাহার। সমস্যার জর্জরিত শ্রীলঙ্কা টিমের অবস্থা এখন খুবই খারাপ। অর্জুন রণতুঙ্গা, অরবিন্দ ডি সিলভা, মাহেলা জয়বর্ধনে, সাঙ্গাকারাদের দল আর নেই। এখনকার অনেক ভালো ব্যাটসম্যানও দলে নেই। এরপরেও আমাদের বোলাররা শ্রীলঙ্কার ব্যাটিং লাইন আপকে ভাঙ্গতে ব্যর্থ হয়েছে।

শ্রীলঙ্কার বোলারদের দাপটে ৩৫.১ ওভারে ভারত ১৯৩ রানে সাত উইকেট হারায় ভারত। তখন ভারতকে জিততে হলে ১৫ ওভারে ৮৩ রান করতে হবে। এই অবস্থায় যার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বোচ্চ রান ১২, সেই পেসার চাহার জীবনে সেরা ইনিংস খেলে ভারতকে জেতালেন। তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজের এক ম্যাচ বাকি থাকতে সিরিজ জিতে নিল শিখর ধওয়ানের ভারত।

অলিম্পিক্সে কনিষ্ঠের সোনা

টোকিও-মাত্র তের বছর ৩৩০ দিন বয়সে অলিম্পিক্সে সোনা জিতে সবাইকে অবাক করে দিলেন জাপানের মোমজি নিশিয়া। তার ইভেন্ট স্কেটবোর্ডিং (উইমেন্স স্ট্রিট)। এই ইভেন্টটি টোকিও অলিম্পিক্সে এবার প্রথম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। নিশিয়ার সঙ্গেই রূপো পদক পেয়েছেন তের বছরের ব্রাজিলের রায়াসা লিল (১৩)।

সমীরের উত্থান

লন্ডন-এবারে জুনিয়র উম্বলডনে বয়েজ সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ন হলেন ১৭ বছরের প্রবাসী বাঙালি, মার্কিন টেনিস খেলোয়াড় সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়। দক্ষিণ কলকাতায় সাউথ সিটির সামনে রয়েছে পৈতৃক ফ্ল্যাট। ছ'বছর আগে কলকাতা এসেছিলেন সমীর। ১১ জুলাই প্রায় দেড় ঘন্টা লড়াই করে তার দেশেরই খেলোয়াড় ভিক্টর লিলভকে হারিয়ে রেকর্ড বইয়ে নিজের নাম তুলে

সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়

ফেলেছেন তিনি। ভারতীয়দের মধ্যে যাদের নাম রয়েছে অতীতের তালিকায়, তাঁরা হলেন, রমানাথন কৃষ্ণন, রমেশ কৃষ্ণন এবং লিয়েন্ডার পেজ। পার্থক্য একটাই সমীর ট্রফি জিতেছেন মার্কিন খেলোয়াড় হিসেবে। নিউজার্সিতে থাকেন সমীর। তাঁর বক্তব্য, 'মার্কিন মুলুকে ঘাসের কোর্ট কম। জুনিয়র যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে খেলব এবার।' নোভাক জোকোভিচ এবং লেব্রন জেমসের ভক্ত। লিয়েন্ডার পেজেরও ভক্ত সমীর।

নোভাকই রাজা

লন্ডন-রজার ফেডেরার এবং রাফায়েল নাদালের পাশে নিজেকে জায়গা করে নিলেন নোভাক জোকোভিচ। সর্বাধিক ২০টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের রেকর্ড স্পর্শ করলেন

তিনি। ফাইনালে মাওয়ো বেরেত্তিনিকে হারিয়ে জোকোভিচ ছ'নম্বর উইম্বলডন ট্রফি নিতে নিলেন। শেষ ছ'টা ম্যাচে মাত্র একটা সেট হেরে ফাইনালে ওঠেন জোকোভিচ ফাইনালের শুরুটা খুব একটা ভাল হয়নি। প্রথম গেমেই দুটো ডাবল ফল্ট করেন তিনি। বেরেওনির মধ্যেও রয়েছে প্রতিভা। তাঁর দুরন্ত সার্ভিস আর ফোরহ্যান্ডগুলো অনবদ্য। অনেকবার ড্রপ শট দিয়েছে বেরেওনি কিন্তু সেগুলো খুব সহজেই ফিরিয়ে দিয়েছে জোকোভিচ। ২০টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জেতার ফলে রজার এবং রাফার সঙ্গে জোকোভিচের তুলনাটা এসে যায়। ছ'টা উইম্বলডনের পাশাপাশি ৯টা অস্ট্রেলীয় ওপেনে, তিনটি যুক্তরাষ্ট্র ওপেন এবং দুটো ফরাসি ওপেন জিতেছেন জোকোভিচ।

জেতার খিদে মিটেছে মেসির কোপা পেল আর্জেন্টিনা

ট্রফি নিয়ে মেসির উল্লাস

ব্রাজিল-দীর্ঘ ২৮ বছর ধরে অপেক্ষা করতে হয়েছে আর্জেন্টিনাকে। লিওনেল মেসিও ট্রফি না পাওয়ার যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন। কোপা আমেরিকার ফাইনালে এবার ব্রাজিলকে ১-০ তে হারিয়ে দিয়েছে আর্জেন্টিনা। ইউরো কাপের জন্য এবার কোপা আমেরিকার আকর্ষণ অনেকটাই কম ছিল। কিন্তু ফাইনালে আর্জেন্টিনা আর ব্রাজিল ওঠার জন্য 'মরা গাঙ্গে বাণ এসেছিল'। মেসি-নেমার দা সিলভা স্যান্টোসের (জুনিয়র) লড়াই উপভোগ করেছে সকলে। এবার কোপায় মেসির একটাই লক্ষ্য ছিল, যে কোনও মূল্যে ট্রফি জেতা। ব্রাজিল কোচ তিতের যেভাবে দল সাজান তাতে নেমারের ওপর চাপ এসে পরে। ফাইনালে খেলার মান ততটা ভাল ছিল না। পুরো ম্যাচে ৪১টি ফাউল হয়েছে। খেলাটা মাঝমাঠেই সীমাবদ্ধ ছিল। ২১ মিনিটে ব্রাজিলের রক্ষণভাগের দুর্বলতার জন্য আর্জেন্টিনার দি মারিয়া গোল পেয়ে যান। ম্যাচের শেষে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন মেসি আর কান্নায় ভেঙে পড়েন নেমার। কোপায় ফুটবলের রাজপুত্র মারাদোনা দেশকে বিশ্বসেরা করতে পারেন নি, সেটাই করে দেখাল মেসি।

চানুর জয়ে মায়ের আনন্দাশ্রু

নিজস্ব প্রতিনিধি-অলিম্পিক্সে ভারত্তোলনের ৪৯ কেজি বিভাগে রূপো জিতে সবার আশা মেটালেন সাইখম মীরাবাঈ চানু। ২১ বছর আগে সিডনি অলিম্পিক্সে ভারত্তোলনে ব্রোঞ্জ পদক

পেয়েছিলেন কর্ণম মালেশ্বরী। দুপুরে ইম্ফলের বাড়িতে ফোনে মেয়ের খবরটা পেয়েই কেঁদে ফেললেন তাঁর মা সাইখম ওঙ্গবি তোম্বি লেইমা। রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা এবং অনেকেই চানুকে অভিনন্দন বার্তা পাঠান। চানুরা চার বোন, দুই ভাই। বাবা বললেন, 'সব সময়ে চাইতাম, সন্তান যেন দেশের গর্ব হয়।' টোকিও থেকে দিল্লি ফিরেছেন চানু। তাঁর সোনা জয়ের আশাটাও রয়েছে। দেখা যাক অলিম্পিক কমিটি কী করে।

চলে গেলেন যশপাল

নয়াদিল্লি-হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ১৩ জুলাই সকালে দিল্লির বাড়িতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন ১৯৮৩ বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় দলের অন্যতম সদস্য যশপাল শর্মা। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩। বাড়িতে স্ত্রী, দুই কন্যা

এবং এক পুত্র বর্তমান। ক্রিকেট খেলা ছাড়াও প্রশিক্ষক, আম্পায়ার, জাতীয় নির্বাচক এবং ধারা ভাষ্যকার হিসেবে তাঁর ভালো দক্ষতা ছিল। রঞ্জি ট্রফিতে উত্তরপ্রদেশের কোচ ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, ভারতীয় কোচ রবি শাস্ত্রী, সচিন তেণ্ডুলকর এবং বোর্ড প্রেসিডেন্ট সৌরভ গাঙ্গুলি শোকপ্রকাশ করেন। ভারতের হয়ে ৩৭ টেস্টে ১৬০৬ রান করেছেন তিনি।

মেডিসিন, হার্ট, ডায়াবেটিসের চিকিৎসায়—
ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MD (MEDICINE)
মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি সময় ২-৩০ মিনিট
সেরাম পলিক্লিনিক
৩২এ, রামকান্ত বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৪
(শ্যামবাজার মনীন্দ্র কলেজের পাশের গলিতে)
যোগাযোগ ঃ 8697144314/8777052022

সংগঠনের কর্মসূচীর কিছু বিশেষ মুহূর্ত

রাধাকান্ত নন্দী স্মৃতি সংস্থা এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন আয়োজিত দুঃস্থ শিল্পীদের খাদ্যদ্রব্য প্রদানের অনুষ্ঠানে জনৈক শিল্পীর হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে খাবারের প্যাকেট নিজস্ব চিত্র

থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুদের সঙ্গে আমরা সকলে। চিকিৎসক দিবসের অনুষ্ঠানে নিজস্ব চিত্র

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় ৩৮নং ওয়ার্ডে স্বাস্থ্যশিবিরে চলছে স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিজস্ব চিত্র

আর জি কর হাসপাতালের অনুষ্ঠানে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান নিজস্ব চিত্র

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় সূর্যসেন স্ট্রিটের স্বাস্থ্যশিবিরে চলছে স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিজস্ব চিত্র

চিকিৎসক দিবসের অনুষ্ঠানে সভাপতি ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জিকে সম্মাননা প্রদান নিজস্ব চিত্র

জীবনসাথী সংঘের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য নিজস্ব চিত্র

রাধাকান্ত নন্দী স্মৃতি সংস্থা এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন আয়োজিত দুঃস্থ শিল্পীদের খাদ্যদ্রব্য প্রদানের অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করছেন অভিজিৎ দত্ত নিজস্ব চিত্র

রাজবল্লভপাড়ায় উত্তর কলকাতা ক্রীড়াপ্রেমী সংস্থার উদ্যোগে রক্তদান শিবিরে বক্তব্য রাখছেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক নিজস্ব চিত্র

সন্তানের বিয়ে দিচ্ছেন ?

যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন সে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা দেখেছেন কী ?

থ্যালাসেমিয়া কী ? থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণ ঃ ১। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ২। বয়স অনুযায়ী বাচ্চার বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু প্লীহা (Spleen) বৃদ্ধি ঘটে, পরিণতি মৃত্যু।

থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি? ঃ যেকোন একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি অপর বাহককে বিয়ে করে তাহলেই পরের প্রজন্মে থ্যালাসেমিয়া অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোন অসুখ নয়, বাহকের সঙ্গে সাধারণের বিয়ে হলেও পরের প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া অসুখ নিয়ে পৃথিবীতে আসবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধের উপায় - আমাদের আবেদন

সুজনেষু,

আসুন, জন্মানোর এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিবাহ না দিয়ে আপনিও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন।

ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জী, সভাপতি
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সহ সভাপতি
স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ ও ডাঃ শেখর ঘোষ
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সঞ্জীব আচার্য্য, সম্পাদক
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

কার্যকারী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ঃ ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দত্ত, জয়ন্ত সাহা, অজয় চৌবে ও মৃদুল ব্যানার্জি

সদস্যবৃন্দ ১) শরদিন্দু চ্যাটার্জি, ২) রজত বোস, ৩) অনুপম রায়, ৪) রামকৃষ্ণ বসাক, ৫) শীলা নন্দী, ৬) শৈলেন পাল, ৭) মালঞ্চ সাহা, ৮) প্রিয়জিত ভৌমিক, ৯) অমল বোস, ১০) এস এস চন্দ, ১১) রুবী মণ্ডল, ১২) গোপাল সাহা, ১৩) আশীষ ভট্টাচার্য্য, ১৪) বনিতা দাস, ১৫) সুদীপা কর্মকার, ১৬) তপন ব্যানার্জি, ১৭) অশোক পাল, ১৮) নিবেদিতা আচার্য্য, ১৯) জয়দেব দে, ২০) রামপ্রসাদ চক্রবর্তী, ২১) সঞ্জয় সাহা, ২২) পার্থ চক্রবর্তী, ২৩) সঞ্জয় সেনগুপ্ত, ২৪) সন্দীপ মিল, ২৫) তাপস কুমার চক্রবর্তী, ২৬) রিক্তা বিশ্বাস, ২৭) তমা রায়, ২৮) অভিষেক কুমার মিত্র, ২৯) কৃতান্ত মণ্ডল, ৩০) পরিমল রায় চৌধুরী, ৩১) নবনীতা পাল, ৩২) রণিতা মিত্র, ৩৩) কুহু চ্যাটার্জি, ৩৪) দেবশঙ্কর নন্দী, ৩৫) অদিতি বসু, ৩৬) মিতালি পাল, ৩৭) ডালিয়া সিনহা রায়, ৩৮) মধুমিতা পাত্র, ৩৯) অরবিন্দ নন্দী, ৪০) রাসবিহারী ব্যানার্জি, ৪১) সৌগত সেন, ৪২) রুদ্র রায়, ৪৩) ডা. পি. কর্মকার, ৪৪) দেব পাল, ৪৫) রীতেশ ঘোষ, ৪৬) অমিতাভ সিনহা, ৪৭) মৌমিতা ঘোষ, ৪৮) শুভময় কুণ্ডু, ৪৯) রেশমি নায়েক, ৫০) স্বপন দে, ৫১) চিত্রা শীল, ৫২) আবীর চ্যাটার্জি, ৫৩) মীনাক্ষী পাল, ৫৪) আশীষ ব্যানার্জি, ৫৫) রেবা রায়, ৫৬) স্বপন কুমার ভুঁইয়া, ৫৭) ইরা দত্ত, ৫৮) সঞ্জয় সর্বজ্ঞ, ৫৯) শেখ নাজিবুল রহমান, ৬০) তৃষা বসু, ৬১) গৌতম শীল, ৬২) ইন্দ্রনীল ব্যানার্জি, ৬৩) শ্যামল মুখার্জি, ৬৪) কমল মাইতি, ৬৫) সুব্রত সাহা, ৬৬) সুব্রত ঘোষ, ৬৭) সোনালি বিশ্বাস, ৬৮) শিল্পী মুখার্জি, ৬৯) জয়ন্ত রায়, ৭০) অভিষেক পাল, ৭১) শ্যামল মণ্ডল, ৭২) মোনালিসা হালদার।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প ও বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন

১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা-৭০০ ০০৪, যোগাযোগ ঃ (০৩৩) ২৫৩০ ৬৫৭২, ৯৮৩০৫ ৬০২৯৬

Owner- Sanjib Acharya, Printer-Sanjib Acharya, Publisher- Sanjib Acharya, Published from- 122/2, Panchanantala Road , P.O.Paschim Putiary, Kolkata- 700 041, District- South 24 Parganas, Printed from- Diamond Art Press, 37/A, Bentinck Street, Kolkata-700 069, Editor- Sanjib Acharya. Editorial and Corporate Office : 98305 60296.